RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল - ৩০ এপ্রিল, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ | Vol: 30, Issue: 08, Cooch Behar, Friday, 17 April- 30 April, 2026, Pages: 12, **Rs. 3**

দিনহাটায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব নিষিদ্ধপল্লীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী আবহে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রসহ নিষিদ্ধপল্লীতে তাণ্ডব চালানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল রাতে প্রথমে একদল যুবক ওই এলাকায় এসে তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়ায়। সেই সময় যুবকেরা হুমকি দিয়ে যায় যে, গভীর রাতে ফিরে এসে তারা "হিসাব বুঝে নেবে"। অভিযোগ, রাত বাড়লে পাঁচটি বাইকে করে একদল যুবক নিষিদ্ধপল্লীতে ঢুকে পড়ে এবং মারধর শুরু করে। মহিলাদের পাশাপাশি শিশুদের ওপরও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এক পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখানো হয় বলেও দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সিসিটিভি ফুটেজসহ আক্রান্ত মহিলাদের নিয়ে বুধবার, ১৫ এপ্রিল দিনহাটা থানায় অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, "যারা এই তাণ্ডব চালিয়েছে তারা সকলেই বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।" প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের পুলিশ সাধারণ মানুষকে তল্লাশির নামে হয়রান করছে, সেখানে এত রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হেলমেট ছাড়া যুবকেরা কীভাবে পাঁচটি বাইকে করে এলাকায় ঢুকল?" পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী।

ভোটের আবহে পয়লা বৈশাখ ও বাঙালির ভিন্ন স্বাদের নববর্ষ

নববর্ষের দিন সেজে উঠেছে কোচবিহার মদনমোহন মন্দির। ছবি: দেবাশীষ চক্রবর্তী

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে যখন রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী, ঠিক সেই সময়েই বাঙালির প্রাণের উৎসব 'পয়লা বৈশাখ' হাজির হলো এক ভিন্ন মেজাজ নিয়ে। উৎসবের আনন্দ, নতুন বছরের প্রত্যাশা আর নির্বাচনের প্রচার—এই তিনের মিশেলে এবারের নববর্ষ এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন পোশাক, হালখাতা, মিষ্টিমুখ আর পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়। তবে এ বছর সেই চিরচেনা ছবির পাশাপাশি রাজপথ থেকে অলিগলি—সর্বত্রই চোখে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর তুমুল ব্যস্ততা। সকাল থেকেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের মন্দিরে পূজা দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের মাধ্যমে দিন শুরু করতে দেখা গেছে। পাশাপাশি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নববর্ষের শুভেচ্ছার আড়ালে চলেছে ভোটের আবেদন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উৎসবের ভিড়েও রাজনীতির ছাপ ছিল স্পষ্ট। চৈত্র সেলের বাজার থেকে শুরু করে পাড়ার মোড় বা হালখাতার আড্ডা—সবখানেই মূল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে নির্বাচন। সাধারণ মানুষের আড্ডায় উৎসবের আমেজের সঙ্গেই উঠে এসেছে মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং আগামীর সরকার নিয়ে প্রত্যাশার কথা। ফলে উৎসবের আনন্দ আর রাজনীতির চর্চা যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

কলকাতা থেকে জেলা—চিত্রটা সর্বত্রই প্রায় এক। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, সব জায়গাতেই দোকানপাটে ভিড় থাকলেও সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে প্রচারপত্র বিলি করতে দেখা গেছে রাজনৈতিক কর্মীদের। অনেক জায়গায় নববর্ষের দিনটিকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো পথসভা বা জনসংযোগ কর্মসূচিও সংগঠিত হয়েছে।

তবে রাজনৈতিক এই আবহের মধ্যেও বাঙালি তার চিরাচরিত উৎসবের আমেজ হারায়নি। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সময় কাটানো, রেস্তোরাঁয় ভুরিভোজ কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সবই চলেছে নিজস্ব ছন্দে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পহেলা বৈশাখের মতো আবেগঘন দিনে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর সুযোগ কোনো পক্ষই হাতছাড়া করতে চায়নি। একদিকে যেমন জনসংযোগ বেড়েছে, অন্যদিকে ভোটারদের মন বোঝার ক্ষেত্রেও এই উৎসব একটি বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে এবারের পহেলা বৈশাখ ছিল সংস্কৃতি, আবেগ এবং রাজনীতির এক অনন্য মেলবন্ধন। নতুন বছরের শুরুতেই ভোটের দামামা যেন আরও জোরালো হয়ে উঠল, আর সেই সুরেই বাঙালির নববর্ষ পেল এক নতুন রাজনৈতিক তাৎপর্য।

কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহাসিক রাসমেলা ময়দান থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় ফের একবার আক্রমণ করে নির্বাচনী প্রচারের পারদ তুঙ্গে তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭ এপ্রিল শুক্রবার কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত এই জনসভা থেকে তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যের সত্যতা নিয়ে।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর করা সমালোচনার জবাবে মমতা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে মিথ্যা কথা বলা বন্ধ করুন। ভোটের স্বার্থে শিখিয়ে দেওয়া কথা বলবেন না।" তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করেন, গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের উন্নয়নে ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, "বেশিদিন ওই চেয়ারে থাকবেন না, তাই মিথ্যে কম বলুন।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় ছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সিও। তৃণমূল প্রার্থীদের বাড়িতে হানা এবং নিজের নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর নজরদারির অভিযোগে বিজেপিকে 'ভীতু' ও 'কাপুরুষ' আখ্যা দেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে লড়তে না পেরে বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করছে।

তবে রাজনৈতিক আক্রমণের বাইরে মুখ্যমন্ত্রীর এক মানবিক রূপও ধরা পড়েছে এই সফরে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে পৌঁছেই তিনি সোজা চলে যান মদনমোহন মন্দিরে। সেখানে নিজেই সন্দেশ কেটে পুজোর থালা সাজান এবং শিশুদের আদর করে এক নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তোলেন। মন্দির থেকে বেরোনোর সময় ভোটার তালিকা নিয়ে তাঁর মন্তব্য—"যাদের ভোট বাদ গিয়েছিল, আজকে সব উঠে গিয়েছে"—রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনা উসকে দিয়েছে। রাসমেলা ময়দানের ভিড় প্রমাণ করছে, উত্তরবঙ্গে জমি পুনরুদ্ধারে মমতা এবার সরাসরি মোদি-বিরোধী হাওয়া ও ব্যক্তিগত জনসংযোগকেই প্রধান হাতিয়ার করেছেন।

গ্রামে গ্রামে জনসংযোগে কমরেড প্রণয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ভোট যত এগিয়ে আসছে, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রণয় কাজীর প্রচার ততটাই তুঙ্গে উঠছে। একজন

তরুণ এবং লড়াকু নেতা হিসেবে প্রণয় এখন গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম।

স্রেফ রাজনৈতিক ভাষণ নয়, বরং সাধারণ মানুষের ঘরের লোক হয়ে ওঠার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

প্রতিদিনই প্রণয় চষে বেড়াচ্ছেন কোচবিহার উত্তরের বিস্তীর্ণ এলাকায়। তাঁর প্রচারের ধরনটা একটু আলাদা—রাস্তা দিয়ে হেঁটে

যাওয়ার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছেন কোনও কৃষকের সঙ্গে কথা বলছেন, বা বাড়ির উঠোনে বসে শুনছেন বয়স্কদের সমস্যার কথা। এলাকার জলকষ্ট, বেহাল রাস্তাঘাট এবং কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগ গভীর মনোযোগ দিয়ে নোট করে নিচ্ছেন তিনি। তাঁর এই বিনয়ী

আচরণ এবং মানুষের কথা শোনার মানসিকতা স্থানীয়দের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

প্রচারের ফাঁকে তাঁর এক অন্য রূপও ধরা পড়ছে। গ্রামের ছোট শিশুর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠছেন তিনি। এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠরা বলছেন, "এই ছেলেটার মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে ও অনুপ্রেরণা।"

দীর্ঘ প্রচার সেরে ক্লান্ত শরীরেও

তাঁর মুখে লেগে থাকে হাসি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কোচবিহার উত্তরে প্রণয়ের এই ব্যক্তিগত সংযোগ এবং মাটির কাছাকাছি থাকা রাজনীতি আগামী দিনে বড় কোনও চমক দিতে পারে।

ভোটার সচেতনতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ডিজিটাল দুনিয়ায় ক্রমশ মগ্ন হয়ে পড়া তরুণ প্রজন্মকে ভোটদানে উৎসাহিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিল ইউনিভার্সিটি বি.টি. অ্যান্ড ইভিনিং কলেজ। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য 'ভোটার সচেতনতা অভিযান', যার মূল লক্ষ্য আগামীর ভোটারদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

গত ১৩ এপ্রিল সোমবার বিকেলে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় এই মিছিল। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এতে অংশ নেন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও। শহরের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘি চত্বর সহ সংলগ্ন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি পুনরায় কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে আসে।

এবারের সচেতনতা অভিযানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সময়োপযোগী ও তরুণ প্রজন্মের জীবনযাত্রার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ স্লোগান। প্রায় ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবীর হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানারে উঠে আসে আধুনিক বার্তা। স্মার্টফোনের প্রতি আসক্তি কমিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়ে একটি স্লোগান বিশেষ নজর কেড়েছে- "স্ক্রল কম করুন, ভোট বেশি দিন"।

কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশ সামাজিক মাধ্যমে অধিক সময় কাটানোর কারণে ভোটদানে আগ্রহ হারাচ্ছে। তাই তাদের নিজস্ব ভাষা ও ভাবনার মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। মিছিলে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারাও সাধারণ মানুষের কাছে সচেতনতাপূর্বক ভোটদানের আবেদন জানায়।

প্রথম দফার ভোটে রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা

বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতা: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করল নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসন। গত ১৪ এপ্রিল জারি হওয়া 'ইলেকশন আর্জেন্ট' নির্দেশিকায় প্রতিটি জেলা ও পুলিশ ইউনিটকে কড়া নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামী ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে প্রতিটি জেলাকে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা রূপরেখা তৈরি করতে হবে এবং তা নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর করতে হবে। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কোনোভাবেই জনবল ঘাটতি রাখা যাবে না। প্রতিটি থানাভিত্তিক এলাকায় আলাদা করে নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ-দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম সহ রাজ্যের সমস্ত জেলাকেই উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, ১৮ এপ্রিল থেকে বাহিনী মোতায়েন শুরু হয়ে ২০ এপ্রিলের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করতে হবে। বাইরের জেলা থেকে আগত পুলিশ বাহিনীর জন্য যানবাহন, রিসেপশন এবং থাকার পৃথক ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করে পুরো প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালানো হবে।

নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সমস্ত অফিসারের অস্ত্র বহন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কনস্টেবল ও অন্যান্য বাহিনীকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী লাঠি, হেলমেটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, বাহিনীকে ছড়িয়ে না পাঠিয়ে নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে মোতায়েন করার নির্দেশও জারি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী (সিএপিএফ) ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে। প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হল শান্তিপূর্ণ, অবাধ এবং রক্তপাতহীন নির্বাচন নিশ্চিত করা।

প্রথম দফার ভোটে বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কোচবিহারে ২,৬৮২টি বুথে ২,৩৭০ জন নিরাপত্তাকর্মী ও ১৪৬ কোম্পানি সিএপিএফ মোতায়েন হয়েছে। মালদায় ৩,২৪৯টি বুথে ২,৮১৮ জন বাহিনী ও ১৭২ কোম্পানি সিএপিএফ রয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ১,৫৬২টি বুথে ১,৫৫০ জন বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। মুর্শিদাবাদে ৪,৫৯৭টি বুথে ৪,২১৬ জন বাহিনী ও ২৪০ কোম্পানি সিএপিএফ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ৫,০৪০টি বুথে ৩,৯৮১ জন বাহিনী ও ২৭৩ কোম্পানি সিএপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে মোট ৪০,৯২৮ জন পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ৬৩৭ জন ইন্সপেক্টর, ১২,৭৭৯ জন এসআই/এএসআই এবং প্রায় ২৭,৫০০ কনস্টেবল, লেডি কনস্টেবল, হোমগার্ড ও এনভিএফ কর্মী। এই মোতায়েনে অংশ নিয়েছে রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন শাখা, সশস্ত্র পুলিশ (এসএপি), সিআইডি, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আইবি) এবং জিআরপি। সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর (৩,২৯৯), পুরুলিয়া (২,৮২৭), মুর্শিদাবাদ (১,৪৯৫), মালদা (১,৪৭০), জলপাইগুড়ি (১,২৪৩), দার্জিলিং (১,১৭০) এবং ঝাড়গ্রাম (১,০৩৮)-এ। এছাড়াও কলকাতা পুলিশ থেকে প্রায় ১,০০০ জন বাহিনী বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে।

সব মিলিয়ে প্রথম দফার ভোটকে ঘিরে রাজ্য প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। পরিকল্পিত মোতায়েন, কড়া নজরদারি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করাই এখন প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। এখন দেখার, এই বিস্তৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রথম দফার ভোট কতটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

ভোট নিয়ে দিনহাটায় বিশেষ বৈঠক পর্যবেক্ষকের

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে দিনহাটার সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার দিনহাটা সফরে এলেন রাজ্যের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এন. কে. মিশ্রসহ অন্যান্য পদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এদিন দিনহাটা থানায় বিধানসভা কেন্দ্রগুলির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত, পুলিশ পর্যবেক্ষক এন. কে. মিশ্র, দিনহাটার এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ এবং আইসি বুধাদিত্য রায়। প্রশাসন সূত্রে খবর, বৈঠকে বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিশদে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে স্পর্শকাতর ও অতি-স্পর্শকাতর বুথগুলি চিহ্নিতকরণ এবং সেখানে নির্বিঘ্নে ভোট করানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানান, বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "কোন বুথগুলি স্পর্শকাতর এবং সেখানে কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয়েছে। বেআইনি বা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে এবং পুলিশ সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।"

উল্লেখ্য, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রটি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। ২০২১ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে পরবর্তী নির্বাচনগুলোতেও এখানে একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও এখানে প্রাণহানি ও সংঘর্ষের খবর শিরোনামে এসেছিল। অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি রুখতে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে রদবদল ঘটিয়ে এসডিপিও পদে প্রশান্ত দেবনাথ এবং আইসি পদে বুধাদিত্য রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই তৎপরতা দেখে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ভোট শান্তিতে করাতে এবার দিনহাটায় নজিরবিহীন কড়াকড়ি দেখা যেতে পারে।

উন্নয়নের খতিয়ান ও বিরোধীদের কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন আকিক হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাটাবাড়ি: কোচবিহার ৮ নং বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক আবহাওয়া এক ভিন্ন মোড় নিয়েছে। চিলাখানা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি নতুন বাজারে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী কমরেড আকিক হাসানের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী পথসভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বামপন্থীরা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াসে অটল।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে প্রার্থী আকিক হাসান বর্তমান সরকার ও বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, "আজ যারা বড় বড় কথা বলছেন, তারা সাধারণ মানুষের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। বামপন্থীরা কী করেছে তার হাজারো উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বাংলার প্রতিটা মোড়ে। আপনি যে স্কুলে বসে শিক্ষা নিয়েছেন, সেটি বামফ্রন্ট সরকারই বানিয়েছিল। আজ সরকারি হাসপাতাল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবকিছুর বেহাল দশা।" তিনি আরও বলেন, "ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে রক্তের হাহাকার। সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়ার ন্যূনতম সদিচ্ছা এই সরকারের নেই।"

আকিক হাসান সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, "গত ১৫ বছরে এই এলাকার বেকার যুবকদের জন্য কী কাজ হয়েছে? যুবকদের যন্ত্রণা আজ চরমে। আগে এসএসসি ও পিএসসি-র মাধ্যমে মেধাবীদের চাকরি হতো, আজ তা লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।" মাদ্রাসার পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তার বক্তব্য, মাদ্রাসা গড়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে মিড-ডে মিলের সঠিক ব্যবস্থা নেই।

বিরোধীদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, "সিপিআই(এম) কী করেছে তার হিসাব আমরা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু গত ১৫ বছরের ব্যর্থতার হিসাব দেওয়ার হিম্মত কি আপনাদের আছে?" সভায় জনসাধারণের উপস্থিতি বামেদের শক্তি জোগাচ্ছে।

ডিএ মামলার শুনানি মে মাস পর্যন্ত মুলতুবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি ও কলকাতা: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) মামলার জট বুধবারও কাটল না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি পি. কে. মিশ্রের বেঞ্চে শুনানি হলেও, আদালত তা আগামী ৬ মে পর্যন্ত মুলতুবি রেখেছে। ফলে বকেয়া ডিএ-র দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হলো।

এদিনের শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির সুপারিশ মেনে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, বকেয়া ডিএ বাবদ প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৭০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। সিবাল আরও বলেন, "যাঁদের নথিপত্র সম্পূর্ণ ছিল, তাঁরা টাকা পেয়েছেন। বাকিদের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।"

রাজ্যের এই দাবিকে ঘিরে আদালত কক্ষেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ফিরদৌস শামিম অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার তথ্যের কারচুপি করছে এবং কর্মীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সরাসরি অভিযোগ তোলেন, "সরকার সুপ্রিম কোর্টে মিথ্যে তথ্য দিয়েছে। যে ৬ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে, তার প্রতিফলন কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে ঘটেনি।" অন্যদিকে, অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন গড়াইয়ের দাবি, রাজ্য সুকৌশলে রিপোর্টে 'গ্র্যান্ট ইন এইড'-এর তথ্য বাদ দিয়েছে।

বিচারপতি পি. কে. মিশ্র পর্যবেক্ষণে জানান, ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া যে শুরু হয়েছে তা স্পষ্ট। তবে অর্থ বণ্টনে কোনো অসংগতি থাকলে মামলাকারীদের প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির কাছে অভিযোগ জানানো উচিত। আদালত আপাতত রাজ্যের জমা দেওয়া 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' খতিয়ে দেখার জন্য সময় নিয়েছে।

উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দ্রুত মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটির পরবর্তী বৈঠক ২৭ এপ্রিল। বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপের মধ্যেই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মামলা কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী।

ধারালো অস্ত্রে জখম বিজেপি সদস্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগে উত্তাল এলাকা। ঘটনার জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপির সিতাই ৩ নম্বর মণ্ডলের সহ-সভাপতি তথা পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তপন কুমার বর্মন।

সূত্রের খবর, গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার বোরোডাঙা এলাকায় দলীয় নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময়ই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত তপন বর্মনের অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী তাঁর ওপর হামলা চালায়। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বুড়িরহাটে বহিষ্কৃত প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: তৃণমূল কংগ্রেসের বুড়িরহাট ১ নম্বর অঞ্চলের প্রাক্তন সভাপতি সঞ্জীব বর্মনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল সোমবার সকালে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার এক লিখিত বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। দলীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সঞ্জীব বর্মনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠছিল। এ প্রসঙ্গে আব্দুল সাত্তার বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলীয় কাজে সক্রিয় ছিলেন না। বারবার সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি দলে নিষ্ক্রিয় থেকে 'গদ্দারী'র পথ বেছে নিয়েছেন।" পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, সঞ্জীব বর্মন খুব শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে খবর মিলেছে। সেই কারণেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুড়িরহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আলিমা খাতুন বিবি, পঞ্চায়েত সদস্য এবং একাধিক বুথ সভাপতির উপস্থিতিতে এই ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, এ বিষয়ে সঞ্জীব বর্মনের পাল্টা প্রতিক্রিয়া, একজন ব্লক সহ-সভাপতির বহিষ্কার করার কোনও এক্তিয়ার নেই। তাঁর কথায়, "তবুও যদি বহিষ্কার করে থাকে, তাহলে সেটা আমার কাছে ভালোই হয়েছে। আমি তৃণমূল কংগ্রেসে থাকাকালীন দলের জন্য কাজ করেছি, কিন্তু আমাকে ক্রমাগত কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছিল। সেই কারণেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।" ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর।

শান্তিপূর্ণ ভোটে কড়া নজর প্রশাসনের

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: আসন্ন নির্বাচনে ভয়মুক্ত ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণে সক্রিয় কোচবিহার জেলা প্রশাসন। গত ১৩ এপ্রিল সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক জিতিন যাদব, পুলিশ সুপার যশপ্রিত সিং এবং ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কো-অর্ডিনেটর শংকরথা প্রসাদ এই প্রস্তুতির কথা জানান।

প্রশাসন সূত্রে খবর, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে মোট আটটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে নির্বাচনী হিংসা প্রতিরোধ, ছাপ্পা ভোট রুখতে কড়া নজরদারি এবং নিরাপত্তা জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

এছাড়াও, সংবেদনশীল এলাকায় বাড়তি নজরদারি থাকবে। ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই সক্রিয় প্রশাসন।

বাড়িতে ভোটগ্রহণে রণক্ষেত্র শালবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

বক্সিরহাট: তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮০ ঊর্ধ্ব ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বাড়িতে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার ৯/১৩৭ নম্বর বুথে নির্বাচন কমিশনের গাড়ির পিছু নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মিলন বর্মনের বিরুদ্ধে। বিজেপির দাবি, প্রিসাইডিং অফিসারের সাথে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন ওই নেতা। এর প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল নেতার গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে সরু রাস্তায় গাড়ি আটকে যাওয়ার দাবি করেছে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দু'পক্ষই নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতার এই উপস্থিতি নিয়ে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পদ্ম শিবির। অন্যদিকে, পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপি অযথা অশান্তি ছড়াচ্ছে বলে পাল্টা দাবি করেছে ঘাসফুল শিবির। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বামফ্রন্টের সমর্থনে নয়ারহাটে পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়ারহাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে দিনহাটার নয়ারহাট বাজারে ১৫ এপ্রিল বামফ্রন্ট মনোনীত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কমরেড বিকাশ মণ্ডলের সমর্থনে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা বর্তমান সরকারের দুর্নীতি ও বেকারত্ব ইস্যু তুলে ধরে বাম প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান। সভায় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আগামী দিনে দিনহাটায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি করেন দলীয় নেতৃত্ব।

কোচবিহারে নির্বাচনী প্রচারে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে সক্রিয় বিজেপি। গত ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার জেলার ফলিমারী অঞ্চলে বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসের সমর্থনে এক জনসভায় যোগ দেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এই জনসভায় বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বক্তৃতা করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। শুরু থেকেই তিনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ শানান।

তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে উন্নয়নের অভাব এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যার জন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। পাশাপাশি তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে 'পরিবর্তন'-এর আহ্বান জানিয়ে বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসকে সমর্থনের আবেদন জানান।

তৃণমূল-বিজেপির সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নির্বাচনী প্রচারের আবহে কোচবিহারের ২ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী সৌজন্যের ছবি। দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রচারে বেরিয়ে হঠাৎই বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে-র বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

খবর, গত ১১ এপ্রিল শনিবার শুধুমাত্র কুশল বিনিময়েই সীমাবদ্ধ থাকেননি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি নিখিল রঞ্জন দে-র পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সময় কাটান এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতায় অংশ নেন। রাজনৈতিকভাবে দুই ভিন্ন শিবিরে অবস্থান করলেও তাঁদের এই আন্তরিকতা এলাকায় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

নির্বাচনের সময় সাধারণত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে দূরত্ব এবং উত্তেজনাই বেশি চোখে পড়ে। সেই প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা এক ভিন্ন বার্তা বহন করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, গণতন্ত্রে মতপার্থক্য থাকলেও পারস্পরিক সম্মান ও সৌজন্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর এই সাক্ষাৎ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্থানীয়দের একাংশও এই ঘটনাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক মত আলাদা হলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সৌজন্য বজায় রাখা উচিত।

সিতাইয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সিতাই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হল। গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে এই ইস্তেহার প্রকাশ করেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং বিদায়ী বিধায়ক ও তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়।

প্রকাশিত ইস্তেহারে গত কয়েক বছরে সিতাই বিধানসভা এলাকায় সম্পন্ন হওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দিনে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনার কথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের চাহিদা এবং এলাকার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েই এই ইস্তেহার প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান এই সব ক্ষেত্রেই আরও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল- ৩০ এপ্রিল, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

মহিলা সংরক্ষণ আইন ও রাজনীতির 'টাইমিং'

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2026

S.O. 1922(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, the Central Government hereby appoints the 16th day of April, 2026 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ এপ্রিল থেকে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বা মহিলা সংরক্ষণ আইন ২০২৩ কার্যকর করার যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের দীর্ঘ আড়াই বছর পর হঠাৎ মাঝরাতে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা এবং সংসদের ভেতরে সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার মাঝেই পুরনো আইন কার্যকর করা এই পুরো বিষয়টি সরকারের কৌশল না কি সংসদকে এড়ানোর চেষ্টা, সেই প্রশ্ন উঠছে।

সরকারের দাবি অনুযায়ী, লোকসভা এবং প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করার এই পদক্ষেপ নারী ক্ষমতায়নের পথে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠটি হলো, আইনটি আজ কার্যকর হলেও ২০২৯ সালের আগে মহিলারা এই সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন না। এর প্রধান কারণ হলো 'ডিলিমিটেশন' বা আসন পুনর্বিন্যাস। ২০২৭ সালের জনগণনার পর লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সংরক্ষণ বাস্তবায়িত হবে না। এখানেই সমালোচনার সুর চড়া হচ্ছে। বিরোধীদের দাবি, সরকার যদি সত্যিই আন্তরিক হতো, তবে ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগেই কেন এই ব্যবস্থা করা হলো না? কেন এক দশক ধরে ডিলিমিটেশনের দোহাই দিয়ে এই অধিকারকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

সবচেয়ে বড় বিতর্কের বিষয় হলো বিজ্ঞপ্তির সময়কাল। আজ যখন সংসদে ডিলিমিটেশন বিল এবং মহিলা সংরক্ষণের সংশোধনী নিয়ে ভোটাভুটি হওয়ার কথা, তার কয়েক ঘণ্টা আগে হঠাৎ পুরনো আইনটি কার্যকর করাকে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা 'অদ্ভুত' এবং 'বিস্ময়কর' বলে আখ্যা দিয়েছে। সমালোচকদের মতে, লোকসভার আসন সংখ্যা ৮৫০ করার যে প্রস্তাব ডিলিমিটেশন বিলে রয়েছে, তার থেকে জনমানসের নজর ঘোরানোর জন্য কি এই বিজ্ঞপ্তি? তাছাড়া, সংসদের বিতর্ককে গুরুত্ব না দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা কি সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমাননা নয়? সরকারের এই 'টেকনিক্যাল' যুক্তি আর বিজ্ঞপ্তির 'টাইমিং' এটাই স্পষ্ট করে দেয় যে, মহিলাদের অধিকারের চেয়েও এখানে ২০২৯-এর নির্বাচনী সমীকরণ মেলানোর তাগিদ বেশি। নারী শক্তিকে প্রকৃত সম্মান জানাতে হলে শর্তহীন এবং দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল, কেবল কাগজে-কলমে আইন কার্যকর করে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল না। এই অস্পষ্টতা ও বিলম্বিত বাস্তবায়ন সরকারের সদিচ্ছার ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিল।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক,
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

১৪৩৩-এর মোহনায়, এআই-এর পিক্সেল বনাম হলুদের গন্ধ, কোন পথে হারালো বাঙালির বৈশাখ?

ভাস্কর চক্রবর্তী,
অধ্যাপক ও গবেষক।
শিলিগুড়ি

ভোরের আলোটা যখন জানলার গ্রিল ছুঁয়ে বিছানায় এসে পড়ল, ঠিক তখনই দূরে কোথাও একটা ক্ষীণ অথচ মায়াবী সুর কানে এল। সেই সঙ্গে বাইরে দূরে নাম সংকীর্তন চলছে। ক্যালেন্ডারের পাতায় আজ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ। চক্রবর্তী সম্রাট শশাঙ্কের সেই সুদূর ইতিহাস থেকে বয়ে আসা বঙ্গাব্দের নতুন একটি সংখ্যা। বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্র—বছরের বারোটি মাসের চাকা আজ থেকে আবার নতুন করে ঘুরতে শুরু করল। কিন্তু জানলার বাইরে তাকিয়ে একটা প্রশ্ন খুব খচখচ করে মনে বিঁধল—নববর্ষের সেই চেনা গন্ধটা ঠিক কোথায় হারিয়ে গেল? আমাদের যান্ত্রিক জীবনের ধুলোবালি কি তবে গিলে ফেলল বাঙালির সেই আজন্ম লালিত আবেগটাকে?

আমাদের ছোটবেলার পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল এক আশ্চর্য উন্মাদনা। আগের রাত থেকে ধোয়া নতুন জামার খড়খড়ে মাড় আর আলমারির ন্যাপথলিনের একটা মিশেল গন্ধ। সকালবেলা নিম আর কাঁচা হলুদের বাটা গায়ে মেখে স্নান করাটা ছিল একরকম অলিখিত নিয়ম। মা বলতেন, "নিম-হলুদ মেখে স্নান করলে সারা বছর চর্মরোগ হবে না, মনটাও শুদ্ধ থাকবে।" বিজ্ঞানের যুক্তিতে না গেলেও, সেই তিতকুটে গন্ধটার মধ্যেই যেন লুকিয়ে থাকত এক অদ্ভুত সতেজতা আর নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার শুদ্ধতা। আজ সেই অভ্যাসের জায়গা নিয়েছে নামী ব্র্যান্ডের ফেসওয়াশ আর কেমিক্যালযুক্ত বডি স্ক্রাব। নতুন জামার আনন্দটাও এখন আর পয়লা বৈশাখের সকালে সীমাবদ্ধ নেই; সেটা কুরিয়ার সার্ভিসের প্লাস্টিক প্যাকেটে বন্দি হয়ে সপ্তাহখানেক আগেই মিটে যায়। পয়লা বৈশাখের সেই 'স্পেশাল' ভাবটা যেন ডিজিটাল মোড়কে কোথাও একটা ফিকে হয়ে এসেছে।

বঙ্গাব্দের গোড়াপত্তন নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে আজও মজার কিছু বিতর্ক আছে। অধিকাংশের মতে, গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্কই সপ্তম শতকের শুরুর দিকে (৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের আশেপাশে) এই অব্দের সূচনা করেছিলেন। তবে অন্য একটি জোরালো মত অনুসারে, মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকেই বর্তমান বঙ্গাব্দের কাঠামোটি একটি সুসংগত রূপ পায়। সেই সময় হিজরি সন অনুযায়ী খাজনা আদায় করা হতো, কিন্তু চান্দ্র মাসের হিসেবে আমাদের দেশের ঋতুচক্রের সাথে তা মিলত না। ফলে ফসল কাটার আগে কৃষকদের খাজনা দেওয়ার জটিলতায় পড়তে হতো। এই সংকট দূর করতে আকবর তাঁর রাজজ্যোতিষী ফতেহউল্লাহ সিরাজির পরামর্শে ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ফসলি সন' চালু করেন, যা পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন হিসেবে পরিচিতি পায়। শশাঙ্ক থেকে আকবর—যাঁর হাত ধরেই এটি পূর্ণতা পাক না কেন, এই ক্যালেন্ডারটি বাঙালির আত্মপরিচয় আর কৃষিনির্ভর জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এটি কেবল তারিখ নয়, এটি আমাদের মাটির সাথে নাড়ির টান।

পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল লাল সালু মোড়ানো নতুন খাতার গন্ধ। বাবার হাত ধরে রোদে পুড়ে দোকানে দোকানে গিয়ে হালখাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। সেই দিনগুলোতে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল মিষ্টির প্যাকেট আর ঝকঝকে নতুন ক্যালেন্ডার। কোনো দোকানে রাজভোগ তো কোনো দোকানে বিশাল সাইজের কালাকাঁদ। বাড়ির বড়রা যখন দোকানের টুলে বসে ব্যবসার আড্ডায় মাততেন, আমরা ছোটরা মেপে দেখতাম কার কটা মিষ্টির প্যাকেট জমল। ওই রঙিন বাক্সগুলোর ভেতরে শুধু লাড্ডু বা নিমকি থাকত না, থাকত একরাশ আন্তরিকতা। পাড়ারদোকানি যে আপনার পরিবারের খবর রাখছেন, আপনার কুশল জিজ্ঞেস করছেন—এই যে নিবিড় মানবিক যোগাযোগ, এটাই ছিল বাঙালির আসল নববর্ষ।

আজ ডিজিটাল লেনদেনের যুগে 'হালখাতা' শব্দটা কেবল একটা ঐতিহ্যের ট্যাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাতার বদলে এখন এক্সেলশিট আর কম্পিউটারের ডেটাবেস। আর মিষ্টি? এখন তো মোবাইল অ্যাপেকয়েকটাট্যাপ করলেই দরজায় চলে আসে। কিন্তু রোদে পুড়ে দোকানের ভিড় ঠেলে এক টুকরো ক্যালেন্ডার আর এক গ্লাস ঠান্ডা শরবত পাওয়ার যে নির্মল আনন্দ, তা কি কোনো ই-কমার্স সাইটের 'ক্যাশব্যাক' অফার দিতে পারে? উত্তরটা আমাদের সবারই জানা।

আমরা এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর এক বিস্ময়কর যুগে বাস করছি। আমাদের হাতের মুঠোয় গোটা বিশ্ব। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই প্রযুক্তির ভিড়ে আমরা একে অপরের থেকে যেন আরও দূরে সরে গেছি। প্রযুক্তির প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সেই আদি রীতিনীতিগুলোও।

আগে আমরা সযত্নে গ্রিটিং কার্ড কিনতাম বা নিজের হাতের ছোঁয়ায় চিঠি লিখতাম। সেখানে শব্দের মাঝে মাঝে আবেগের টান ছিল। এখন এআই দিয়ে তৈরি কয়েক সেকেন্ডের ঝকঝকে গ্রাফিক্স বা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখানো 'পারফেক্ট' শুভেচ্ছাবার্তা আমরা সেকেন্ডের মধ্যে হাজার মানুষকে ফরোয়ার্ড করে দিচ্ছি। এতে চোখের আরাম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই বার্তার পেছনে মানুষটার আন্তরিক শ্রম আর সময়টা নেই। শুভেচ্ছা এখন আর হৃদয় থেকে বেরোয় না, বেরোয় জটিল অ্যালগরিদম থেকে।

'আমানি'র মতো স্নিগ্ধ রীতির কথা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি। চৈত্র সংক্রান্তির রাতে নতুন মাটির পাত্রে জলে আতপ চাল ভিজিয়ে তাতে এক টুকরো কচি আমের ডাল রাখা হতো। বৈশাখের ভোরে সেই চালভেজা জল পান করলে না কি শরীর ঠান্ডা থাকে। আজ এআই আমাদের এই সব হারানো দিনের নিখুঁত ছবি জেনারেট করে দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই আমপড়ার গন্ধ মেশানো জলের সতেজতা ফিরিয়ে দিতে পারছে না। গাজনের মেলার সেই ধুলোওড়া বিকেল আর ঢোলের শব্দ এখন কেবল ইউটিউব ভিডিওতে সীমাবদ্ধ।

এআই এখন আপনার পছন্দ-অপছন্দ সব চিনে ফেলেছে। আপনি একবার 'সাবেকি জামদানি' লিখে সার্চ করলেই ফোনের স্ক্রিন বিজ্ঞাপনে ভরে যায়। উৎসবটা এখন আর মনের মিলন বা নতুন সংকল্পের দিন নয়, বরং একটা বিশাল 'গ্লোবাল মার্কেটপ্লেস' হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার কেনাকাটার তালিকা এখন আপনার মন নয়, বরং ফেসবুক আর গুগলেরএআই নিয়ন্ত্রণ করছে।

আজ ঘুম ভাঙার পর মা-বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার বদলে আমাদের হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যায় বালিশের পাশে রাখা স্মার্টফোনটার দিকে। আমরা যখন ডাইনিং টেবিলে বসে রাজকীয় সব খাবারের ছবি ইনস্টাগ্রামে 'স্টোরি' হিসেবে পোস্ট করতে ব্যস্ত থাকি, তখন পাশের চেয়ারে বসে থাকা মানুষটির সাথে দুটো কথা বলার সময় পাই না। আমাদের উৎসব এখন যতটা না মনের, তার চেয়ে অনেক বেশিস্ক্রিনের পিক্সেলের। বাঙালির যে জমিয়ে আড্ডা, যে প্রাণখোলা হাসি আর পাড়াসুদ্ধু মিলে হুল্লোড় করা—সেগুলো এখন কয়েকটা হলুদ ইমোজিতে বন্দি হয়ে গিয়েছে।

খাবার-দাবারের ক্ষেত্রেও সেই একই যান্ত্রিকতা। বাড়ির রান্নাঘরের ধোঁয়া আর মশলার চিরাচরিত গন্ধের চেয়ে রেস্তোরাঁয় কয়েক ঘণ্টা লাইন দিয়ে 'চেক-ইন' দেওয়াটা এখনকার প্রজন্মের কাছে বেশি জনপ্রিয়। আমরা এখন 'সাবেকি থালি' খুঁজি এসি ঘরের সাজানো টেবিলের কৃত্রিমতায়। সময়ের সাথে অভ্যাস বদলায়, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সেই যে আত্মীয়-স্বজন মিলে হইহই করে একসাথে বসে মাটিতে আসন পেতে খাওয়া, সেই আমেজটা কি রেস্তোরাঁর দামিক্রোকারিজের ভিড়ে পাওয়া সম্ভব?

অনেকেই বলেন, যুগ বদলেছে, তাই পাল্টে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কথাটি মিথ্যে নয়। কিন্তু আধুনিক হওয়ার মানে তো নিজের শিকড়কে মাটি চাপা দেওয়া নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের কাজ সহজ করতে পারে, আমাদের তথ্য দিতে পারে, কিন্তু আমাদের আবেগ বা হাজার বছরের সংস্কৃতিকে তো আর বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। বাংলার সেই পুরনো রীতি, সেই আলপনা দেওয়া বারান্দা, নতুন খাতার চন্দনের ফোঁটা আর নতুন বছরের সংকল্প—এগুলোই তো আমাদের আসল পরিচয়।

আমরা কি পারি না অন্তত আজকের দিনটা ফোনটা দূরে সরিয়ে রাখতে? আমরা কি পারি না হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করা ছবি না পাঠিয়ে বন্ধুটির বাড়িতে গিয়ে একবার কড়া নাড়তে? হয়তো সেও খুব অবাক হবে, কিন্তু সেই অবাক হওয়ার মাঝে যে আদিম আর অকৃত্রিম আনন্দটা লুকিয়ে আছে, তা কোনো ভার্চুয়াল ইন্টারঅ্যাকশনে নেই।

১৪৩৩ বঙ্গাব্দের এই শুরুতে আমাদের অঙ্গীকার হোক একটাই—আমরা আবার ফিরব। ফিরব সেই সহজ-সরল মেলামেশার দিনগুলোতে। প্রযুক্তি থাকুক আমাদের কাজের সুবিধায়, কিন্তু আমাদের উৎসবগুলো যেন মানুষের হাতের উষ্ণ ছোঁয়াতেই সজীব থাকে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরে আসুক নতুন কোনো রূপে। বাংলার মেঠো সুর আর নতুন গুড়ের মিষ্টির মতো স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে উঠুক আমাদের আগামী দিনগুলো। মনে রাখতে হবে, পয়লা বৈশাখ কোনো ক্যালেন্ডারের পরিবর্তনের নাম নয়, এটি বাঙালির বেঁচে থাকার স্পন্দন।

কবিতা

সর্বানন্দের সত্য দর্শন

লেখা ও রেখায়- অশোক কুমার ঠাকুর

সর্বানন্দ চক্রবর্তী ঠাকুর একজন
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
সামনের দিকে তাকানোর দিন তার শেষ
এই বয়সে নতুন করে কিছু
শুরু করা সম্ভব নয়, স্মৃতি রোমন্থন করা ছাড়া।

চোখে রং থাকলেও শরীরটা আগের মতো নেই
সামনের দিকে তাকালেই
প্রেসার, সুগার, কোলেস্টেরল
মাথা ঝিমঝিম, গেঁটে বাত।

সর্বানন্দের কোনো অভিযোগ অভিমান নেই
নেই কোনো নালিশ, অনুযোগ।
জীবনে দেখেছে অনেক
যৌবনে পায়নি মসৃণ পথ, তখনও অনৃত কদাচার।
সে এক অসম সংগ্রাম, দারিদ্র্যের সাথে,
জীবনের সাথে, অন্যায়ের সাথে
ভাগ্যিস একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল
কোনমতে চাকরির বয়সটা প্রায় পার করে।
বর্তে গিয়েছিল জীবন, বেঁচে গিয়েছিল পরিবার।

সর্বানন্দ কংগ্রেস আমল দেখছে
বামফ্রন্টের যুগ দেখেছে
এখন দেখছে বর্তমানের শাসনকাল।

রাজনৈতিক পালা বদল ঘটেছে
অথচ ব্যক্তি-ক্ষমতার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি
ইজম পালটেছে, মানুষ পালটায়নি
দর্শন বদলেছে, একই মানুষ
দর্শন বদলে নিয়েছে বারবার।

এ এক অনন্ত কালের খেলা
এভাবেই চলতে থাকবে যুগের পর যুগ
কাব্য কবিতা, গল্প উপন্যাস এমন কি
প্রবন্ধ, ইতিহাসের অন্তরালে
নিগূঢ় সত্যের চাপ চাপ রক্ত
চাপাই পড়ে থাকবে চিরকাল।

অপ্রকাশিত, অপ্রকাশিতব্য অথবা অপ্রকাশমান
অব্যক্ত কান্নারা যখন ভীড় করে
সর্বানন্দ তখন অবরুদ্ধ, নির্বিকার এক দার্শনিক।

প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে

ভারতীয় সঙ্গীতজগতে নক্ষত্র পতন! প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। গত ১২ এপ্রিল রবিবার মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শনিবার সন্ধ্যায় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন তিনি। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও আর শেষরক্ষা হল না! হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

দীর্ঘ কর্মজীবনে একাধিক ভাষায় অসংখ্য গান গেয়েছেন তিনি। ফিল্ম ও নন-ফিল্ম অ্যালবাম মিলিয়ে তাঁর কণ্ঠে অগণিত কালজয়ী গান সঙ্গীতপ্রেমীদের মন জয় করেছে। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে 'পিয়া তু অব তো আ জা', 'চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো', 'ইন আঁখোঁ কি মস্তি', 'জওয়ানি জানে মন', 'আগে ভি জানে না তু' সহ আরও বহু স্মরণীয় গীত। সঙ্গীতজীবনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' এবং 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত হন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি পায়। ১৯৯৭ সালে গ্র্যামি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর মৃত্যুতে সঙ্গীতদুনিয়ার এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

তিন কবির বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: সম্প্রতি শহরের টেম্পল স্ট্রিটের সাহিত্য সভা হলঘরে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহরের তিন কবির কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন সম্পন্ন হল। প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল- প্রাণেশ পালের 'ধর্মহীন কঙ্কাল', অমিতাভ চক্রবর্তীর 'হলুদ পাতার বৃষ্টি' এবং অভিজিৎ সেনের 'বাঁক'।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কবি সৈকত সেন ও দেবশ্রী রায়। শুরুতেই সাহানাজ প্রামাণিকের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্বাগত ভাষণ দেন কবি ও সম্পাদক সুবীর সরকার। অনুষ্ঠানে শহরের বহু বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে সমকালীন বাংলা কবিতার ধারা, নতুন প্রজন্মের সৃষ্টিশীলতা এবং সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব।

কাব্যগ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে পাঠ-প্রতিক্রিয়া ও কবিতা পাঠ ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। বিভিন্ন সাহিত্যিক গ্রন্থগুলির উপর মতামত প্রদান করেন এবং নির্বাচিত কবিতাও পাঠ করা হয়। তিন কবি তাঁদের লেখার অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। পরবর্তীতে উন্মুক্ত কবিতাপাঠের আসর বসে। সবমিলিয়ে, এদিন কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ঘিরে এক সাহিত্যমুখর সন্ধ্যা কাটলো।

বর্ষ বরণ

শিলিগুড়ি: যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহের সাথে বাংলা নববর্ষ পালিত হলো শিলিগুড়িতে। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে বাঘাযতীন পার্কে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং শহরের বিশিষ্ট জনেরা।

এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের গান, নাচ ও আবৃত্তিতে মুখরিত হয়ে ওঠে বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকা। এরপর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অতিথিরা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর বাঘাযতীন পার্ক থেকে একটি বিশালাকার শোভাযাত্রা বের করা হয়। বর্ণময় এই মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে সূর্যসেন পার্কের সামনে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় পা মেলান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া এবং আপামর শিলিগুড়িবাসী।

এক রাতের গল্প

প্রশান্ত মণ্ডল

শহরের রাস্তাজুড়ে আল্পনা চলছে বাংলা নববর্ষের। তুলি-ব্রাশ হাতে তুলে নিয়েছে শহরের পরিচিত শিল্পীমুখ আর কলেজ পড়ুয়ারা। রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া কাঁথার উপরে একমনে বসে তা দেখছে একটি দশ বছরের ছেলে। ওর মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্র ফুটে ওঠে। ওকে দেখে নিজের ছেলের মুখটা ভেসে উঠল হঠাৎ তথাগতর। তথাগত বলতে, যিনি এই কলেজচত্বর অলংকরণের মূল উদ্যোক্তা ও প্রধান কর্মকর্তা। কি মনে করে সকলের জন্য চায়ের অর্ডার দেওয়ার কথা বলে ঐ উক্ত শিশুটির জন্যও এককাপ চা আর বিস্কুট বলতে বললেন তথাগত তাঁরই এক ছাত্র তথা সহকর্মীকে। কিন্তু এইটুকু মেনে নিতে তার কষ্ট হচ্ছে, 'ওর জন্য আবার কেন বলতে যাব? কোথাকার কে? রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকে..!'

-'আচ্ছা যা। কথা বাড়াস না। আমাদের জন্যই বলে আয় ঐ মোড়ের দোকানটাতে। বিস্কুটটা বেশি দিতে বলিস আর চায়ে চিনিটা পরিমাণ মতো।'

এরপর আর তার কোনো অসুবিধা হল না ছুটতে।

চা এলে তথাগতবাবু নিজের চা-বিস্কুট হাতে করে ছেলেটিকে ডাকলেন সবার সামনে, 'আয় বাবু, চা খেয়ে নে।'

সবাই কেমনভাবে যেন তথাগতবাবুর দিকে তাকাল। ছেলেটি ইতস্তত বোধ করলে, তথাগতবাবু নিজে গিয়ে তার হাতে চা ধরিয়ে দিলেন। এবারে প্রত্যেকের তাকিয়ে থাকা মুখের উপর ভারী কণ্ঠে বললেন, 'কাজ কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছে। রাতের মধ্যেই শেষ করা চাই। প্রত্যেকের চা খাওয়া হলে একটু টেনে কাজ করো। আমি দোকান থেকে আসছি। কাল তোমাদের প্রত্যেকের জন্য উপহার থাকবে কিছু।'

সেদিন রাতভর কাজ চলল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই দশ বছরের ছেলেটিও ওদের সাথে কখন যেন যুক্ত হয়ে গেল। হাতে তুলে নিল রঙের ব্রাশ। পরনের পোশাকে রং জড়িয়ে যাবার ভয়ও সে করল না। এ শহর যে তারও। কত কথা হল রাতভর। রঙিন হয়ে উঠল আরও সময়। ভোরের আগেই শেষ হল কাজ। প্রত্যেকেই যে যার মত ফিরে গেল বাড়ি। কথা রইল প্রত্যেককে সকাল সাতটায় উপস্থিত থাকতে হবে যথাস্থানে। ছেলেটি জেদ করে ওখানেই ঘুমোল।

সকালে সবাই ফিরল যথাসময়ে। তথাগতবাবুর হাতে পোশাক-উপহার ছেলেটির জন্যও। রাস্তায় ভীড় জমে আছে। ছেলেটির রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে মাটিতে। কেঁদে উঠল ছেলেরা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন তথাগত।

চা বলয়ে প্রচারে শংকর

নিজস্ব প্রতিবেদন

সুকনা: নির্বাচনের আবহে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে জোর প্রচারে সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যেই দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া এলাকার সুকনা চা বাগানে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার চালালেন দলের প্রার্থী শংকর মালাকার।

গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় প্রবেশ করেন তিনি। শ্রমিকদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন শংকর। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন রাজ্য সরকারের 'চাসুন্দরী' প্রকল্পের কথা। তাঁর দাবি, চা শ্রমিকদের আবাসন ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা যাতে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছায়, সে বিষয়ে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া ব্লক-২ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রফুল্ল বর্মন, ব্লক যুব নেতা নির্মল চন্দ্র রায় এবং শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় দলীয় কর্মীরা।

ইসলামপুরে হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইসলামপুর: গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির সুপ্রিমো হুমায়ুন কবীর ইসলামপুরে পৌঁছান। তাঁর হেলিকপ্টার ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে অবতরণ করলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকেরা বাঁশি বাজিয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানান।

ইসলামপুরে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, "চৌঠা মে'র পর সব জবাব দেব।" মিমের সঙ্গে জোট ভাঙা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি স্পষ্টত বলেন, "আমি জোট ছিন্ন করিনি! যারা জোট ভেঙেছে, তারাই এই বিষয়ে বলতে পারবে।"

সাম্প্রতিক ভাইরাল ভিডিও বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এর জবাব হাইকোর্ট থেকে দেব।" একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, "বাংলার সংখ্যালঘুদের বোকা বানিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি।" ইসলামপুরের কর্মসূচি শেষ করে পরবর্তী জনসভার লক্ষ্যে রহতপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন হুমায়ুন।

বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ফের সাধারণ মানুষের কটাক্ষের শিকার হলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস। নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার চিলকিরহাটে যান তিনি। সেখানেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং কালো পতাকা প্রদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই একাধিকবার প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন রথীন্দ্রনাথ। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এলাকায় পৌঁছাতেই বহু বাসিন্দা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভে শামিল হন।

বিক্ষোভের জবাবে বিজেপি কর্মীরাও পাল্টা 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত বিধানসভা নির্বাচনে তারা বিজেপিকে জিতিয়েছিলেন, কিন্তু নির্বাচনের পর বিধায়ক আর এলাকায় ফিরে আসেননি।

পাশাপাশি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এই সমস্ত ক্ষোভ থেকেই তাদের এই প্রতিবাদ, মত এলাকাবাসীর।

স্ত্রীকে খুন, লাশের সঙ্গে দিনযাপন স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

বীরপাড়া: বীরপাড়া চা বাগানে পাকা লাইনে মদ্যপান ও পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুন করে ৭২ ঘণ্টা লাশের সঙ্গেই রাত কাটাল স্বামী। পুলিশ ১৫ এপ্রিল বুধবার ঘর থেকে পচন ধরা অবস্থায় অঞ্জলি মুন্ডার (৪০) দেহ উদ্ধার করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্বামী গণেশ মুন্ডাকে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গত রবিবার, ১২ এপ্রিল মদ্যপান নিয়ে অশান্তির জেরে গণেশ তার স্ত্রীর মাথায় কাঠের বাটাম দিয়ে আঘাত করে। খুনের পর ঘাবড়ে না গিয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় দেহটি ঘরেই লুকিয়ে রাখে সে। টানা তিন দিন ওই ঘরেই বসবাস করে অভিযুক্ত। বুধবার জানাজানি হতেই সে পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশ তাকে ধরে ফেলে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বীরপাড়া থানা এলাকায় মদ্যপানের জেরে খুনের ঘটনা বাড়ছে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে।

নববর্ষে মহাকালধামে হাজির হাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

লাটাগুড়ি: গত ১৫ এপ্রিল বুধবার নববর্ষের দিনে পুজো দিতে ভিড় করেছিলেন পুণ্যার্থীরা। তবে পুজোর মাঝেই বিপত্তি ঘটে। গোরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন মহাকালধামে এদিন সকাল থেকেই নিয়মমাফিক পুজো চলছিল। কিন্তু দুপুর দেড়টা নাগাদ হঠাৎই একটি দাঁতাল হাতি মন্দির চত্বরে চলে আসে। হাতির আগমনে নিমেষেই শোরগোল পড়ে যায়। তবে ঘটনাস্থলে আগে থেকেই বনকর্মীরা মোতায়েন থাকায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে পুনরায় জঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন পুণ্যার্থীরা।

মালদা স্টেশনে গ্রেপ্তার ২ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: নির্বাচনের প্রাক্কালে মালদা টাউন রেল স্টেশন থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে দুই যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিষয়টি নজরে আসে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের।

এরপরই তাদের আটক করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। জেরার মুখে নিজেদের বাংলাদেশি নাগরিক বলে স্বীকার করে। ধৃতদের নাম সফিকুল আলম (৩৮) ও মহম্মদ সোনি (১৯), বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও জামালপুর জেলায়। দু'দিন আগে সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে তারা। তাদের আরও একজন সঙ্গী মাঝপথে পালিয়ে যায় বলে দাবি ধৃতদের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল চেন্নাই যাওয়া। সেই কারণেই তারা মালদা টাউন স্টেশনে টিকিট কাটার চেষ্টা করছিল। জিআরপি আইসি প্রশান্ত রায় জানান, সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে। এরপর আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গানে গানে প্রচার কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহরজুড়ে এখন নির্বাচনী প্রচারের হিড়িক। কোনও এলাকায় তৃণমূলের পথসভা তো, আরেক জায়গায় বিজেপির মিছিল। এরই মাঝে মিনি ট্রাকে নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে বানান বিশেষ গান চালিয়ে শহর দাপাচ্ছে কংগ্রেস। ১৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার নববর্ষের প্রাক্কালে কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ প্রতিম ঈশোর প্রচারে বেড়িয়েছিলেন। শহরজুড়েই প্রচার চালাচ্ছেন তিনি।

স্বর্ণপদক জয়ী সঞ্জিতাকে সংবর্ধনা অরুণের

নিজস্ব প্রতিবেদন

নকশালবাড়ি: খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী নকশালবাড়ির কৃতি অ্যাথলিট সঞ্জিতা ওরাওঁকে সংবর্ধনা দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার সঞ্জিতার হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন জুতো, খেলার পোশাক এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী।

উল্লেখ্য, ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে ১০,০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ৩০টি রাজ্যের প্রায় ৩,০০০ প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে সেরার শিরোপা অর্জন করেন নকশালবাড়ির হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌরিজোত চা বাগান এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিতা ওরাওঁ। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত গোটা চা বাগান অঞ্চল।

সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছেন সঞ্জিতা। গ্রামের কাঁচা রাস্তা, চা বাগানের পথ এবং খোলা মাঠেই গড়ে উঠেছে তাঁর স্বপ্নপূরণের লড়াই।

এ প্রসঙ্গে অরুণ ঘোষ বলেন, "সঞ্জিতার মতো প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। তাঁদের সঠিকভাবে উৎসাহ ও সহায়তা করলে আরও অনেক ছেলে-মেয়ে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।"

এই উদ্যোগে খুশি সঞ্জিতা সহ স্থানীয়রাও।

রাজগঞ্জে দীনেশের রোড শোয়ে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজগঞ্জ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার রাজগঞ্জ বিধানসভার বেলাকোবায় বিজেপি প্রার্থী দীনেশ সরকারের সমর্থনে এক বিশাল রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুর আগমনে গোটা এলাকা কার্যত বিজেপি সমর্থকদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে। সকাল থেকেই বেলাকোবা এলাকায় নির্বাচনী আমেজ ছিল। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে চারদিক ছেয়ে যায়।

হুড খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সাধারণের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন এবং বিজেপি প্রার্থী দীনেশ সরকারের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন। রোড শো শেষে একটি জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভামঞ্চ থেকে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন শুভেন্দু অধিকারী।

এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপে জয়ী শিলিগুড়ি বয়েজ

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আয়োজিত 'এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ ২০২৬' ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ব্যাটে-বলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যায়। প্রথম রাউন্ডে মোদি পাবলিক স্কুল ও টেকনো ইন্ডিয়া তাদের জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করে। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ও এইচবি বিদ্যাপীঠ দাপুটে জয় ছিনিয়ে নেয়। বিশেষ করে ডিপিএস দাগাপুরের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি বয়েজের ১৪২ রানের বিশাল জয় তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ২৩৫ রানের পাহাড় গড়ে মোদি পাবলিক স্কুলকে মাত্র ৫৪ রানে অলআউট করে দেয়। অন্যদিকে, এইচবি বিদ্যাপীঠকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল। মেগা ফাইনালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শিলিগুড়ি বয়েজের বোলিংয়ের সামনে টেকনো ইন্ডিয়া মাত্র ১১৩ রানে গুটিয়ে যায়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শিলিগুড়ি বয়েজ ৬ ওভারে ৫৬ রান তোলার পর প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। মাঠ খেলার অযোগ্য হয়ে পড়ায় জয়ী নির্ধারণে ডাকওয়ার্থ লুইস (ডিএলএস) পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। রান রেটে এগিয়ে থাকায় শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলকে ২৬ রানে জয়ী ঘোষণা করা হয়। অলরাউন্ড নৈপুণ্যের জন্য আকাশ তরফদার ফাইনালের সেরা এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

এসআইটি-র প্রিন্সিপাল ড. জয়দীপ দত্ত জানান, উত্তরবঙ্গের তরুণ প্রতিভাদের তুলে ধরতেই এই আয়োজন। শুধু ক্রিকেট নয়, ফুটবল ও ভলিবলের মতো খেলাকেও উৎসাহ দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

বাংলা ডেফ ক্রিকেট দলে জলপাইগুড়ির জয়জয়কার

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: জাতীয় স্তরের ক্রিকেট মঞ্চে ফের উজ্জ্বল উত্তরবঙ্গের নাম। দেরাদুনে আয়োজিত হতে চলা মহিলাদের চতুর্থ জাতীয় টি১০ ডেফ (বধির) ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য ঘোষিত বাংলা দলে জায়গা করে নিয়েছেন জলপাইগুড়ির চার কৃতি কন্যা।

আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। বাংলা দলে সুযোগ পাওয়া জলপাইগুড়ির চার ক্রিকেটার হলেন সায়ন্তনী রায় (সহ-অধিনায়ক), ভগবতী রায়, সোনালি বিশ্বাস, এবং বিদ্যা সরকার। দলের নেতৃত্বের ব্যাটন থাকছে দীপা মণ্ডলের হাতে। এছাড়া দলের বাকি সদস্যরা হলেন সঞ্জনা গুরুং, ঋত্বিকা মণ্ডল, মিনা হালদার, গুলবসা খাতুন, পায়েল মণ্ডল, পূজা মণ্ডল, তুলিকা দাস, শিউলি সাধুখাঁ ও রীতু মণ্ডল।

কোচ হিসেবে মণীশ কুমার দাস এবং ম্যানেজার হিসেবে জলপাইগুড়ির অভিষেক বসুর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দেরাদুনের মাঠে বাংলার এই দলটি বড় সাফল্য পাবে বলেই আশাবাদী কোচ ও কর্মকর্তারা।

এশিয়ান গেমস ও বিশ্বকাপের জন্য পৃথক দল পাঠাবে হকি ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: চলতি বছরে মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে এশিয়ান গেমস এবং হকি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেজন্য বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে হাঁটছে হকি ইন্ডিয়া। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে সরাসরি যোগ্যতামান অর্জনের সুযোগ থাকায় এশিয়ান গেমসকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দুটি টুর্নামেন্টের জন্য পৃথক দল পাঠানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

আগামী ১৫ থেকে ৩০ আগস্ট বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে যৌথভাবে পুরুষ ও মহিলা হকি বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে। এর ঠিক ২০ দিন পরেই, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে জাপানে শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক সূত্রে খবর, যেহেতু এশিয়ান গেমস অলিম্পিকের টিকিট পাওয়ার প্রধান রাস্তা, তাই সেখানে ভারতের প্রধান বা 'এ' দল পাঠানোর সম্ভাবনা বেশি। হকি বিশ্বকাপের ১৬টি দলকে ৪টি পুলে ভাগ করা হয়েছে, যেখানে ১৯ আগস্ট পুরুষদের বিশ্বকাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হবে।

১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জাপানে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসে ভারত তাদের হ্যাংঝাউ গেমসের ১০৬টি পদকের রেকর্ড ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে নামছে। প্রায় ৭০০ জন ভারতীয় অ্যাথলিট ৪০টিরও বেশি ক্রীড়া বিভাগে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। মূলত হকির ক্ষেত্রে অলিম্পিক কোটা নিশ্চিত করাই এখন ভারতের প্রধান লক্ষ্য, আর সেই রণনীতি থেকেই বিশ্বকাপের জন্য দ্বিতীয় দল পাঠানোর ভাবনা চলছে। যথাযথ পরিকল্পনা থাকলে সাফল্যের মুখ দেখতে মরিয়া হকি ইন্ডিয়া।

শিরোপা নিউ প্রগতির

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: সম্প্রতি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত টি২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে শিবশক্তি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ১২৭ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতল নিউ প্রগতি সংঘ। প্রথমে ব্যাট করে নিউ প্রগতি ৯ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। দলের পক্ষে শুভজিৎ সাহা ৬৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। জবাবে শিবশক্তি মাত্র ৩০ রানেই গুটিয়ে যায়। নিউ প্রগতির মৃণালকান্তি সেন একাই ৭টি উইকেট নেন। ফাইনালের সেরা হয়েছেন শুভজিৎ সাহা এবং প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন শিবশক্তির কপিল দাস। এছাড়া সেরা ব্যাটার বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের দীপঙ্কর পাল এবং সেরা বোলার স্নেহাশিস সাহা।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে সম্প্রতি শুরু হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৩ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ অ্যাকাডেমিকে ১৭ রানে হারিয়ে শুভ সূচনা করল চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউট। প্রথম দিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী। নির্ধারিত ২৫ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে তারা স্কোরবোর্ডে ৯৪ রান তোলে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন সৌরশিস ঠাকুর। নর্থ পয়েন্টের বোলারদের মধ্যে অরিত্র দাস দারুণ বল করে ৩টি উইকেট দখল করেন। জবাবে ৯৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে চাঁচলের বোলারদের দাপটে দিশেহারা হয়ে পড়ে নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ অ্যাকাডেমি।

শিলিগুড়ির নেতৃত্বে সুস্মিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আয়োজিত আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে শিলিগুড়ির দল। বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল থেকে জলপাইগুড়ির মাঠে শুরু হয় এই টুর্নামেন্ট।

মঙ্গলবার তথা ১৪ এপ্রিল মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী প্রতিযোগিতার জন্য শিলিগুড়ির ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন। এবারের আসরে দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সুস্মিতা বর্মন এবং সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন সানভী মিত্র। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন প্রীতি কুমারি মাহাতো, অর্চনা কুমারি মাহাতো, নন্দিনী শা, কৌশানী বিশ্বাস, অদৃজা ঘোষ, জানকা ভবশ্রী, অদ্বয়িতা সেন, সৃষ্টি রায়, তৃষা মজুমদার, শ্রীজিতা হালদার, রিয়াংশী দাস, সৃষ্টি শর্মা ও তাহুরা পারভীন।

দলের কোচের দায়িত্বে থাকছেন কৌশিক দাস এবং ম্যানেজার হিসেবে দেবযানি সাহা। টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন পুরন ছেত্রী। শিলিগুড়ির এই কিশোরী বাহিনী বুধবার, ১৫ এপ্রিল জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

অম্বর রায় ট্রফি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: সিএবি আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে এক অবিশ্বাস্য জয়ের সাক্ষী থাকল ফালাকাটা। শনিবার, ১১ এপ্রিল ভানাবাড়ি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে ১০ উইকেটে গুঁড়িয়ে দিল ফালাকাটা টাউন ক্লাব। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ফালাকাটার অধিনায়ক অংশু সূত্রধরের বোলিং-এর সামনে মাত্র ১০ রানেই অলআউট হয়ে যায় ভানাবাড়ি। অংশু একাই ১০ রান দিয়ে ৯টি উইকেট দখল করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১.২ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ফালাকাটা টাউন ক্লাব।

বাণীমন্দিরকে হারাল কল্যাণ স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অভিনন্দন ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শনিবার, ১১ এপ্রিল বড় জয় পায় কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব। ঐদিন কোচবিহার স্টেডিয়ামে তারা বাণীমন্দির ক্লাবকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৪৩ রানেই অলআউট হয়ে যায় বাণীমন্দির। কল্যাণের নইম হক ২০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটান। জবাবে মাত্র ৬.২ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় কল্যাণ স্পোর্টিং। দলের হয়ে রূপক দেব ১৭ রান করেন। ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন নইম হক।

পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের ব্যর্থতায় খাদের কিনারায় নাইট

আইপিএল সমাচার

নিজস্ব প্রতিবেদন

চেন্নাই: বাংলা নববর্ষের সময় যখন উৎসবের আমেজ তুঙ্গে, তখন মাঠের পারফরম্যান্সে চরম হতাশা তৈরি করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল রাতে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে হার দিয়ে টানা চার ম্যাচে পরাজয়ের গ্লানি সঙ্গী হয় নাইটদের। আইপিএল ২০২৬-এর পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা কেকেআর-এর এই বিপর্যয় কেবল ফর্মের অভাব নয়, বরং দলের ভুল রণনীতি এবং নিলামের চরম অদূরদর্শিতাকেই তুলে ধরছে।

এদিন টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের চেন্নাই ১৯২ রান তোলে। যদিও একসময় মনে হচ্ছিল স্কোর ২০০ ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু শেষদিকে বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণের স্পিন এবং কার্তিক ত্যাগীর গতির কাছে কিছুটা থমকে যায় সিএসকে। সঞ্জু স্যামসনের ৩২ বলে ৪৮ এবং আয়ুষ মারের ঝোড়ো ব্যাটিং চেন্নাই-এর শক্ত ভিত গড়ে দেয়। কেকেআর-এর বোলিং ইউনিটে কোনও লিড পেসার না থাকা এবং হর্ষিত রানা বা আকাশ দীপের মতো বোলারদের অনুপস্থিতি দলকে বারবার ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

তবে সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে কেকেআরের ব্যাটিং অর্ডার এবং দল নির্বাচন নিয়ে। ২৫.২ কোটি টাকা দিয়ে কেনা ক্যামেরন গ্রিনকে ওপেনিং বা তিন নম্বরের বদলে ছয়ে নামিয়ে তাঁর কার্যকারিতা নষ্ট করা হচ্ছে বলে দাবি। অন্যদিকে, ফিন অ্যালেনের ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর নারায়ণের সঙ্গে ওপেনিংয়ের ফাটকাও কাজে লাগেনি। অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানের ব্যাটিং স্ট্রাইক রেট আধুনিক টি-২০ ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই নয়। শ্রেয়াস আইয়ার বা ফিল সল্টের মতো ম্যাচ জেতানো ক্রিকেটারদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এখন ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসেলের শূন্যস্থান পূরণে গ্রিন বা রিঙ্কু সিং, কেউই এখন পর্যন্ত আশার আলো দেখাতে পারেননি।

এদিকে, চিপকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোলিং শেষ করতে না পারায় আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল রাহানেকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। এটি মরসুমের প্রথম অপরাধ হওয়ায় আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী সর্বনিম্ন জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। নেতৃত্বের দিক থেকে রাহানের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে স্পিনাররা ভালো বল করা সত্ত্বেও বরুণ চক্রবর্তী ও অনুকূল রায়কে দিয়ে পুরো কোটা বল না করিয়ে ফর্মে না থাকা বৈভব অরোরার ওপর ভরসা করাকে ভালোভাবে দেখছেন না ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। রাহানে অবশ্য প্রথম একাদশ নিয়ে ভাবার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে।

ম্যানেজমেন্টের এই দিশাহীন 'নাইট শো' যদি দ্রুত না বদলায়, তবে ২০২৬ আসরে প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে বলেই আশঙ্কা নাইটভক্তদের।

ভারতে প্রথম মোবাইল-নির্ভর ট্যালেন্ট হান্ট ‘রিল সে রিয়েল স্টার’

শিলিগুড়ি: বিড়লা স্টুডিও এবং ভোডাফোন আইডিয়া একত্রে নিয়ে এল ‘রিল সে রিয়েল স্টার’। এটি একটি বিশেষ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে ভারতের যে কোনও প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খুঁজে বের করা হবে। সহজ কথায়, এখন স্মার্টফোন থাকলেই বিনোদন জগতে প্রবেশ করার পথ খুলে যাবে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো ভৌগোলিক বাধা দূর করা। গ্রাম হোক বা শহর, যে কারও প্রতিভা থাকলেই সে এই প্ল্যাটফর্মে অংশ নিতে পারবে। কোনও বড় যোগাযোগ বা রেফারেন্স ছাড়াই সরাসরি ভি অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অডিশন ভিডিও আপলোড করা যাবে। বিজয়ীরা সরাসরি ফিচার ফিল্মে কাজ করার এবং নামী পরিচালকদের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পাবেন।

বিড়লা স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা অনন্যা বিড়লা বলেন, “সবার মধ্যে প্রতিভা থাকলেও সবাই সমান সুযোগ পায় না। আমরা চাই এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সবার জন্য অভিনয়ের সুযোগের দরজা খুলে দিতে। যাতে প্রতিভা শুধু পরিস্থিতির কারণে হারিয়ে না যায়।”

ভোডাফোন আইডিয়ার সিইও অভিজিৎ কিশোর বলেন, “আমরা শুধু একটি প্ল্যাটফর্ম বানাচ্ছি না, বরং দেশের ২০ কোটি মানুষের কাছে সুযোগ পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হলো, একজন প্রতিভাবান অভিনেতার স্বপ্ন যেন শুধু দূরত্বের কারণে অপূর্ণ না থাকে।”

খুব শীঘ্রই ভি অ্যাপ-এ এই প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। আপাতত আগ্রহী প্রার্থীরা বিড়লা স্টুডিও বা ভি-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। সঠিক বিচারের মাধ্যমে সেরাদের বেছে নেওয়া হবে।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ধারকাজে তৎপর ভারতীয় দূতাবাস

কলকাতা: ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব এবং ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক উত্তেজনার মধ্যে, সেখানে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, “অপারেশন সিন্ধু” এবং অন্যান্য উদ্ধার প্রচেষ্টার আওতায় দূতাবাস হাজার হাজার ভারতীয়কে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে।

ইরানের আকাশসীমা বন্ধ থাকা এবং সীমিত সংখ্যক বিমান চলাচলের কারণে, ভারতীয় দূতাবাস আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে সমন্বয় করে সড়কপথে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এই পথ দিয়ে প্রায় ২,২০০-এরও বেশি ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১,০০০ জন শিক্ষার্থী এবং ৬৫০ জনেরও বেশি মৎস্যজীবী রয়েছেন। গত ১১ এপ্রিল বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস. জয়শঙ্কর জানিয়েছেন যে, ইরান থেকে আরও ৩১২ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘X’-এ একটি পোস্টে মন্ত্রী লিখেছেন, “আর্মেনিয়ার মাধ্যমে ইরান থেকে আরও ৩১২ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আর্মেনিয়া সরকার এবং আমার বন্ধু আরারাত মির্জোয়ানকে ধন্যবাদ জানাই।” এছাড়া, গত ১২ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে ডক্টর জয়শঙ্কর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বিন জায়েদ-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং চলমান সংকটের সময়ে সেখানে আটকে থাকা ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর আগে, ৫ এপ্রিল ইরানে আটকে পড়া ৩৪৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আর্মেনিয়ার মাধ্যমে চেন্নাইয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

আকাশপথ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস দুর্দশাগ্রস্ত নাগরিকদের সহায়তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং দফায় দফায় ভারতীয়দের সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

৯৮ শতাংশ এলপিজি বুকিং-ই এখন অনলাইনে

শিলিগুড়ি: এলপিজি নিয়ে ভারতে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে গিয়েছে। গ্রাহকরাও এখন স্পষ্ট ও ইতিবাচক ধারণা পেয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মতে, ভারত সরকারের শক্তিশালী এনফোর্সমেন্ট নীতি, নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং উন্নত স্বচ্ছতা ব্যবস্থা পরিবারগুলিকে গ্যাসের কানেকশন নিয়ে আশ্বস্ত করেছে। এর ফলে গ্রাহকদের আচরণ স্থিতিশীল হয়েছে ও তারা ডিজিটাল বুকিংয়ের ওপর আস্থা রাখছেন।

একটি সমন্বিত দেশব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে মার্চ ২০২৬ থেকে এ পর্যন্ত ১.২৮ লক্ষেরও বেশি পরিদর্শন ও অভিযান চালানো হয়েছে। এর ফলে ৫৯,০০০-এরও বেশি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এতে সিলিন্ডার মজুত করে রাখা ও কালোবাজারি রোখা, গার্হস্থ্য এলপিজি-র অন্যায্য ব্যবহার বন্ধ করা এবং বিতরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে মন্ত্রক এলপিজি

ডিস্ট্রিবিউটরশিপগুলোর ওপর নজরদারি জোরদার করেছে। অনলাইনে এলপিজি বুকিং বেড়ে প্রায় ৯৮ শতাংশ হয়েছে। ডেলিভারির ক্ষেত্রে ওটিপি যাচাইকরণ ৯২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে। বর্তমানে ঘরোয়া সিলিন্ডার সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে এবং কোথাও কোনো ঘাটতি রিপোর্ট করা হয়নি। একদিনেই ৫১ লক্ষেরও বেশি পরিবার এলপিজি সিলিন্ডার পেয়েছে। এমনকি নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখতে বেশিরভাগ ডিস্ট্রিবিউটরশিপ রবিবারও খোলা রাখা হচ্ছে।

একই সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরবরাহে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা হয়েছে। খাদ্য, পলিমার এবং কৃষির মতো প্রধান খাতগুলোর জন্য বাল্ক নন-ডোমেস্টিক এলপিজি সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ২৩ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষেরও বেশি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। এই এনফোর্সমেন্ট, সরবরাহ এবং পরিষেবা গ্রাহক সুরক্ষা নিশ্চিত করছে।

সফল ভারতীয় সেনার অপারেশন হিমসেতু

কলকাতা: অসাধারণ সমন্বয়, সহনশীলতা এবং কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় সেনা, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উত্তর সিকিমে ‘অপারেশন হিমসেতু’-র অধীনে আটকে পড়া পর্যটকদের সফলভাবে উদ্ধার করেছে।

তারামচুর উত্তরে ধসের কারণে রাস্তা একেবারে নষ্ট যাওয়ায় চাটেন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কয়েকশো পর্যটক সেখানে আটকে পড়েছিলেন। খবর পাওয়া মাত্রই ভারতীয় সেনার ইঞ্জিনিয়াররা ‘ত্রিশক্তি স্যাপার্স’ দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে

কাজে নেমে পড়ে।

সমাধান হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার অংশে ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত একটি অস্থায়ী ফুটব্রিজ তৈরি করেন। এই সেতুটিই প্রতিকূল আবহাওয়া এবং দুর্গম ভূখণ্ডে পর্যটকদের নিরাপদভাবে পারাপার করতে সাহায্য করেছে। ডনকিয়া লা পাসের মতো উচ্চতম স্থানে জমে থাকা ভারী বরফ সরানোর জন্য টিমগুলি দিনরাত কাজ করেছে, যাতে সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়।

সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা এবং সকল সংস্থার মিলিত প্রচেষ্টায় মোট ১,১৭০ জন পর্যটক এবং ৭০টি মোটরসাইকেল কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় সেনার এক মুখপাত্র বলেন, “অপারেশন হিমসেতু আমাদের ‘সেবা পরম ধর্ম’ আদর্শকেই প্রতিফলিত করে। বিআরও এবং অসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে আমাদের সেনা ও ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রতিটি আটকে পড়া মানুষকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।”

ভিভো নিয়ে এলো T5 PRO

কলকাতা: পাওয়ার ইউজারদের জন্য বাজারে এলো ভিভোর নতুন চমক VIVO T5 PRO। নজরকাড়া ডিজাইন আর বিশাল ব্যাটারির এই স্মার্টফোনটি ভিভোর ‘সিরিজ-টি’-তে নতুন সংযোজন।

ফোনটি মাত্র ০.৮২৫ সেমি পাতলা হলেও এতে রয়েছে ভারতের বৃহত্তম ৯০২০ MAH ব্যাটারি। দ্রুত চার্জের জন্য দেওয়া হয়েছে ৯০ ওয়াটের ফ্ল্যাশচার্জ প্রযুক্তি, যা মাত্র ৩৭ মিনিটে ৫০% চার্জ করতে সক্ষম। এক চার্জে টানা ৩৭ ঘণ্টা ভিডিও দেখা যাবে এবং এই ব্যাটারি ৫ বছর পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকবে।

এতে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন ৭এস জেন ৪ প্রসেসর। গেমারদের সুবিধার্থে ফোনটিকে ঠান্ডা রাখতে ৭০০০ মিমি কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। এর ১.৫কে অ্যামোলেড ডিসপ্লেতে ৫০০০ নিটস ব্রাইটনেস এবং ১৪৪ হার্টজ রিফ্রেশ রেট পাওয়া যাবে, যা রোদেও পরিষ্কার ছবি নিশ্চিত করবে। ফটোগ্রাফির জন্য এতে আছে ওআইএস যুক্ত ৫০ মেগাপিক্সেলের সনি মেইন ক্যামেরা এবং ৩২ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ফোনের সামনে ও পিছন—উভয় দিক থেকেই ৪কে (4K) ভিডিও রেকর্ড করা যাবে। ছবি থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু মুছতে এতে ‘এআই ইরেজ’ ফিচারও রয়েছে। জল ও ধুলোবালি থেকে বাঁচাতে ফোনটিতে IP68 এবং IP69 রেটিং দেওয়া হয়েছে, যা একে টেকসই করে তোলে।

আগামী ২১ এপ্রিল থেকে ফ্লিপকার্ট এবং ভিভোর স্টোরে ফোনটি পাওয়া যাবে। এর ৮জিবি + ১২৮জিবি ভেরিয়েন্টের দাম ২৯,৯৯৯ টাকা। ৮জিবি + ২৫৬জিবি ভেরিয়েন্টের দাম ৩৩,৯৯৯ টাকা। এবং ১২জিবি + ২৫৬জিবি ভেরিয়েন্টের দাম ৩৯,৯৯৯ টাকা।

লঞ্চ অফার হিসেবে নির্দিষ্ট ব্যাংকের কার্ডে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ছাড় পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে যারা শক্তিশালী ব্যাটারি এবং গেমিং পারফরম্যান্সের স্মার্টফোন খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি সেরা পছন্দ হতে পারে।

১৪ এপ্রিল থেকে ফ্লিপকার্ট-এ নোভা ২

শিলিগুড়ি: এআই+ স্মার্টফোন ঘোষণা করেছে যে, তাদের সদ্য চালু হওয়া নোভা সিরিজ’-এর লেটেস্ট ডিভাইস ‘নোভা ২’, ১৪ এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন। শুধুমাত্র ফ্লিপকার্ট এবং নির্বাচিত কিছু রিটেইল স্টোরে এটি পাওয়া যাবে। এআই+ নোভা ২-এর ৪GB+৬৪GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে ৮,৯৯৯ টাকা এবং ৬GB+১২৮GB মডেলটির দাম ১০,৯৯৯ টাকা। এর মাধ্যমে এমন ইউজারদের টার্গেট করা হয়েছে, যারা সাশ্রয়ী মূল্যেও উন্নত ও ফিচার-সমৃদ্ধ স্মার্টফোন খুঁজছেন।

এই লঞ্চের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে এআই+ স্মার্টফোন-এর সিইও এবং এনএক্সটিকোয়ান্টাম ওএস টেকনোলজিস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাধব

শেঠ বলেন, “নোভা সিরিজ হলো এআই+-এর মূল দর্শনের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দুর্দান্ত ডিভাইস— এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা সবার জন্য সহজলভ্য, নির্ভরযোগ্য এবং যা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। নোভা ২-এর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে চেয়েছি যে, যেসব ইউজার প্রথমবারের মতো নিজেদের স্মার্টফোন আপগ্রেড করছেন, তারা যেন কোনও রকম আপস ছাড়াই তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু এই ফোনেই খুঁজে পেয়ে যান।” নোভা ২-তে রয়েছে ৬০০০ MAH-এর একটি শক্তিশালী ব্যাটারি, যা স্ট্রিমিং, ব্রাউজিং, গেমিং এবং মাল্টিটাস্কিং সহ সারাদিন ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয়। একটি মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের জন্য এটি এনএক্সটিকোয়ান্টাম ওএস -সহ অ্যান্ড্রয়েড ১৬ প্ল্যাটফর্মে চলে। এই ডিভাইসটিতে রয়েছে ৬.৭৪৫-ইঞ্চির এইচডি+ ডিসপ্লে, যার রিফ্রেশ রেট ১২০হার্জ (অ্যাডাপ্টিভ) এবং এতে এইচবিএম সাপোর্ট রয়েছে। এছাড়া এতে ৫০ মেগাপিক্সেলের একটি রিয়ার ক্যামেরা এবং ৮ মেগাপিক্সেলের একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। এর অন্যান্য বিশেষ ফিচারের মধ্যে রয়েছে IP64 রেটিং (ধুলো ও জলরোধী ক্ষমতা), সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং পাঁচটি ভিন্ন রঙের বিকল্প— বেগুনি, সবুজ, গোলাপি, নীল এবং কালো।

পয়লা বৈশাখে এলো বিবা-র সামার ফেস্টিভ এডিট

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড বিবা, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে তাদের 'সামার ফেস্টিভ এডিট' লঞ্চ করেছে। 'শুভ নববর্ষ'-এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও নতুন শুরুর এই আমেজকে সঙ্গী করেই এই কালেকশনটি মার্কেটে আনা হয়েছে। সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক শৈলীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এই কালেকশন, যা ভারতীয় নারীদের আধুনিক কারুশিল্পে সাজিয়ে তুলবে। নতুন বছরের সাজে বাঙালি নারীদের এক বিশেষ পছন্দ থাকে রঙের সঠিক নির্বাচন এবং আরামদায়ক কাপড়ের প্রাধান্য। বিবা তাদের পোশাকে পয়লা বৈশাখের চিরাচরিত সাদা ও লাল রঙের ছোঁয়া ধরে রেখেচে। এপ্রিলের উত্তাপে স্বস্তি দিতে এই কালেকশনে হালকা সুতি এবং মল কাপড়ের ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্লোরাল ও মাটির কাছাকাছি রঙের স্যুট সেটের পাশাপাশি এতে রয়েছে শারারা সেট এবং এ-লাইন সিলুয়েট। এছাড়া থাকছে কুর্তি, টপস এবং বটমস-এর বৈচিত্র্যময় সম্ভার।

বিবা-র সিগনেচার আনারকলি সেট বরাবরের মতো তার আকর্ষণ ধরে রেখেছে। সব বয়সীদের কথা মাথায় রেখে এই এডিটটি ডিজাইন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের জন্য রয়েছে 'বিবা গার্লস' রেঞ্জ।

নববর্ষে উপহার আদান-প্রদানের তাৎপর্য রয়েছে। বিবা-র গিফটিং কালেকশনেও সেই সংবেদনশীলতা ফুটে উঠেছে। এই সংগ্রহে রয়েছে কুর্তা সেট, চমৎকার কারুকার্যের ওড়না, আধুনিক গয়না, সুগন্ধি এবং রেডি-টু-স্টিচ সুট সেট। এছারা, স্টেটমেন্ট ইয়াররিংস থেকে শুরু করে নিত্যদিনের হালকা গয়না সবকিছুই আধুনিক নারিদের নজর কাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এই কালেকশনটি বিবা-র এক্সক্লুসিভ স্টোর, মাল্টি-ব্র্যান্ড রিটেইল আউটলেট এবং বিবা-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে।

এলপিজি বরাদ্দ ও জ্বালানি নীতি সংক্রান্ত নয়া বিজ্ঞপ্তি

মালদা: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে বিশ্ববাজারে এলপিজি-র দাম বাড়ছে। ভারতের এলপিজি আমদানি গত এক মাসে অনেকাংশে কমে গিয়েছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সাধারণ গ্রাহক ও শিল্পক্ষেত্রে লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের ব্যবহার নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে। সরকার তেল বিপণন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে অতিরিক্ত খরচ বহন করে সাধারণ গ্রাহকদের সুরক্ষা দিতে চাইছেন।

পাশাপাশি, শিল্পক্ষেত্রে এলপিজি-র সরবরাহ ঠিক রাখতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক নির্দেশিকাও জারি করেছে। মন্ত্রকের সচিব ড. নীরজ মিত্তাল সম্প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিব এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেখানে শিল্পক্ষেত্রে এলপিজি ব্যবহারের নতুন বরাদ্দ সম্পর্কে বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ফার্মা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পলিমার, কৃষি, স্টিল, সেরামিক এবং ইউরেনিয়াম সহ নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে তাদের ২০২৬ সালের মার্চ মাসের আগের ব্যবহার করা বাল্ক এলপিজি-এর ৭০% সরবরাহ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে দৈনিক ০.২ টিএমটি-এর একটি সামগ্রিক সেক্টরাল সিলিং বজায় রাখা হবে। গত ১৬ থেকে ২৭ মার্চের আলোচনা অনুযায়ী জানানো হয়েছে, যে সমস্ত শিল্প ইউনিট পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস সংস্কারের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে, তাদের জন্য আরও ১০% অতিরিক্ত বরাদ্দ থাকবে। এই উদ্যোগ শিল্প ইউনিটগুলোকে ধীরে ধীরে পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করবে।

এদিকে, যেসব শিল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপকরণ এলপিজি, তাদের বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই ধরণের ক্ষেত্রগুলির জন্য পিএনজি সংযোগের আবেদনের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। সরকার থেকে রাজ্যগুলোকেও দ্রুত 'পেট্রোলিয়াম ডিস্ট্রিবিউশন অর্ডার, ২০২৬' এবং সিবিজি নীতি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এলো রেডমি এ৭ প্রো ৫জি

কলকাতা: শাওমি ইন্ডিয়া তাদের জনপ্রিয় 'এ' সিরিজের প্রথম প্রো মডেল হিসেবে রেডমি এ৭ প্রো ৫জি লঞ্চ করল। সাশ্রয়ী মূল্যে প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দিতে এই ফোনে যুক্ত করা হয়েছে আকর্ষণীয় সব ফিচার। এতে রয়েছে এই সেগমেন্টের সবচেয়ে বড় ৬.৯-ইঞ্চির (১৭.৫৩ সেমি) ডিসপ্লে, যাতে রয়েছে ১২০HZ রিফ্রেশ রেট এবং ৮০০ নিটস ব্রাইটনেস। দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারের জন্য এতে রয়েছে ট্রিপল TÜV RHEINLAND আই-কমফোর্ট সার্টিফিকেশন। দীর্ঘস্থায়ী ব্যাকআপের জন্য রয়েছে শক্তিশালী ৬৩০০MAH ব্যাটারি। ফোনটি মাত্র ৮.১৫ মিমি স্লিম হওয়া সত্ত্বেও এত বড় ব্যাটারি ধারণ করে চমক দিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ১৫W চার্জিং ও ৭.৫W রিভার্স চার্জিং সুবিধা। ফোনটিতে অক্টা-কোর ৫জি প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। শাওমি HYPEROS 3.0-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা পাবেন গুগল জেমিনি এবং সার্কল টু সার্চ-এর মতো স্মার্ট এআই সুবিধা। রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেল এআই ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা এবং ৮ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। প্রথমবারের মতো এতে 'এআই স্কাই' ফিচার যুক্ত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে জল ধুলো প্রতিরোধী IP52 রেটিং, ২০০% ভলিউম বুস্ট স্পিকার এবং ২ টেরাবাইট পর্যন্ত স্টোরেজ বাড়ানোর সুবিধা। ৪জিবি + ৬৪ জিবি ভেরিয়েন্টের কার্যকর মূল্য শুরু হচ্ছে মাত্র ১১,৪৯৯ টাকা থেকে। ৮ জিবি + ১২৮জিবি মডেলটি পাওয়া যাবে ১২,৪৯৯ টাকায়। ১৫ এপ্রিল থেকে অ্যামাজন, MI.COM এবং রিটেইল স্টোরগুলোতে এটি বিক্রি শুরু হবে। তিনটি আকর্ষণীয় রঙে (ব্ল্যাক, মিস্ট ব্লু, সানসেট অরেঞ্জ) ফোনটি মিলবে।

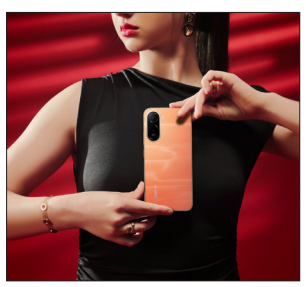

নাসার 'আর্টেমিস ২' চন্দ্রাভিযানের সঙ্গী ডালকোফ্লেক্স

কলকাতা: নাসার 'আর্টেমিস ২' মিশনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকরা পুনরায় চাঁদের কক্ষপথে পাড়ি দিতে চলেছে। এবার মহাকাশচারীদের পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় সঙ্গী হিসেবে থাকছে একটি বিশ্বস্ত নাম- ভারতের ওপেলা ব্র্যান্ডের ডালকোফ্লেক্স। এটি বিশ্বজুড়ে 'ডালকোলাক্স' নামে পরিচিত। নাসার অফিশিয়াল ফরমুলোরি এবং ফার্স্ট এইড কিটের অংশ হিসেবে ১০ দিনের এই চন্দ্রাভিযানে যুক্ত হয়েছে এই ওষুধ। ভারতে ২০১৭ সালে ডালকোলাক্সের নাম পরিবর্তন করে 'ডালকোফ্লেক্স' রাখা হয়েছিল। মহাকাশ ভ্রমণ রোমাঞ্চকর হলেও শরীরের পরিপাক ক্রিয়া পৃথিবীর নিয়মেই চলে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাব, সীমিত নড়াচড়া এবং বিশেষ ডায়েটের কারণে মহাকাশচারীদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হওয়া খুবই সাধারণ বিষয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নাসা কয়েক দশক ধরে ডালকোলাক্সের (ভারতে ডালকোফ্লেক্স) ওপর ভরসা রেখে আসছে।

ওপেলা (ইন্ডিয়া)-র ব্র্যান্ড ও ইনোভেশন ডিরেক্টর নূপুর গুরবক্সানি বলেন, "নাসার মিশনে আমারা রয়েছই। এটাই আমাদের নির্ভরযোগ্যতারই প্রমাণ। আপনার ঘর থেকে শুরু করে মহাশূন্য— সবখানেই কার্যকর সমাধান পৌঁছে দিতে আমরা দায়বদ্ধ।"

ডালকোফ্লেক্স ৫ মিলিগ্রাম বিসাকোডিল ট্যাবলেট প্রাকৃতিকভাবে অন্ত্রের সঞ্চালন সক্রিয় করে মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যে স্বস্তি দেয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী অভ্যাসে পরিণত হয় না, যা মহাকাশের মতো সংবেদনশীল পরিবেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে ডালকোফ্লেক্স পাওয়া যায় ৫ মিগ্রা ট্যাবলেটে ও ৫ মিগ্রা সাপোজিটরি হিসেবে। এছাড়া ১০ মিগ্রা সাপোজিটরিও পাওয়া যায়। বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশে পরিচিত এই ব্র্যান্ডটি দশকের পর দশক ধরে মানুষের পরিপাক স্বাস্থ্যের খেয়াল রেখে আসছে।

রুসান লঞ্চ করল এপিওএসওএন® ৩মিলির মাল্টি-ডোজ পেন

'অন-অফ' পর্ব থেকে দ্রুত মুক্তি দেবে ৩ মিলির প্রি-ফিল্ড কার্টিজ

কলকাতা: গ্লোবাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি রুসান ফার্মা লিমিটেড-এর অংশ রুসান হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, একটি মাল্টি-ডোজ ডেলিভারি পেন ডিভাইস লঞ্চ করেছে। এই ডিভাইসটি হলো— এপিওএসওএন® ৩ মিলি পেন (কার্টিজে ইনজেকশনের জন্য অ্যাপোমরফাইন হাইড্রোক্লোরাইড দ্রবণ) (১০ এমজি/মিলি) (৩ মিলি প্রি-ফিল্ড কার্টিজ)। পার্কিনসন রোগে (পিডি) আক্রান্তদের ক্ষেত্রে সাধারণত 'অন-অফ' পর্ব হিসেবে পরিচিত 'মোটর ফ্লাকচুয়েশন' চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এটি বাজারে আনা হয়েছে।

২০১৮ সালে এপিওএসওএন® (২ মি.লি. এবং ৫ মি.লি. অ্যাম্পিউল আকারে) বাজারে আনার মাধ্যমে রুসান ভারতে অ্যাপোমরফিন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিল; যা পার্কিনসন রোগের ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ক্লিনিকাল প্রভাব এবং রোগীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফলের প্রমাণ রেখেছিল। কোম্পানিটি এখন অ্যাপোমরফিন-এর একটি সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও নিয়ে এসেছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২ মি.লি. ইনজেকশন, মাল্টি-ডোজ পেন-সহ ৩ মি.লি. প্রি-ফিল্ড কার্টিজ এবং ৫ মি.লি. ইনফিউশন পাম্প—যা 'অফ' পর্বগুলো থেকে দ্রুত মুক্তি দেয় এবং রোগের লক্ষণগুলোর দীর্ঘস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ করে।

এপিওএসওএন® ৩মিলি পেন-এ রয়েছে একটি মাল্টি-ডোজ এবং 'ডায়াল-এ-ডোজ'ব্যবস্থা, যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে উন্নত দৃশ্যমানতা-সহ একটি ডোজ-উইন্ডো; যা নির্ভুল ও সুসংগত ওষুধ প্রয়োগ নিশ্চিত করে। এতে ওষুধের মাত্রা নির্ধারণে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।

রুসান হেলথকেয়ারের-এর প্রধান বিপণন কর্মকর্তা (সিএমও) মিস মালাবিকা কওরা সাক্সেনা বলেন, "এপিওএসএএন® ৩মিলি পেন-এর লঞ্চ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক; এটি নির্ভরযোগ্যভাবে অ্যাপোমরফিন প্রয়োগের জন্য একটি বহনযোগ্য ও বহুমুখী সমাধান দেয়। 'এপিওএসওএন® হোপ প্রোগরাম'-এর সাহায্যে রোগ পরিচর্যা অনেক সুবিধাজনক হয়ে যাবে।

রুসান ফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কুনাল সাক্সেনা বলেন, "এপিওএসএএন® ৩মিলি পেন লঞ্চের মাধ্যমে পার্কিনসন রোগের চিকিৎসা পরিষেবাকে সবার জন্য সহজলভ্য করে তোলাই ছিল আমাদের অঙ্গীকার। আমরা পণ্যের গুণমান ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকি। ভারত জুড়ে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রসারিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।"

অনলাইনেই এবার থেকে এলপিজি বুকিং

আলিপুরদুয়ার: পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, বর্তমানে প্রায় ৯৫ শতাংশ গ্রাহক ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে গ্যাস বুকিং করছেন। আইভিআরএস, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ এবং মোবাইল অ্যাপের মতো অনলাইন ব্যবস্থা ব্যবহার করার ফলে সুবিধা অনেক বেড়েছে।

গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের অফিসে ভিড় না করে এই ডিজিটাল মাধ্যমগুলো ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে পরিষেবা আরও দ্রুত ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত থাকে। তারা দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, সারা দেশে রান্নার গ্যাসের জোগান একদম স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত রয়েছে। তাই গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত গ্যাস বুক না করে এবং দায়িত্বশীলভাবে গ্যাস ব্যবহার করে।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, গ্যাস বণ্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রতিটি বাড়িতে যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস পৌঁছে যায়, তার জন্য নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

কেএফসি নিয়ে এলো নতুন ক্রিস্পি শাওয়ার্মা টুইস্ট

শিলিগুড়ি: ভারতের শাওয়ার্মা প্রেমীদের জন্য কেএফসি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো এক দুর্দান্ত 'ওয়াও' (WOW) টুইস্ট। পরিচিত স্বাদে নতুন মাত্রা যোগ করতে লঞ্চ হলো সম্পূর্ণ নতুন ক্রিস্পি শাওয়ার্মা WRAP।

এতে নতুন কী থাকছে? কেএফসি-র এই নতুন শাওয়ার্মা WRAP-এ থাকছে চমৎকারভাবে টোস্ট করা একটি টরটিলা, যা ঠাসা থাকবে কেএফসি-র আইকনিক ক্রিস্পি পেরি-পেরি চিকেন স্ট্রিপস দিয়ে। স্বাদের ভারসাম্য বজায় রাখতে এতে যোগ করা হয়েছে ক্রিমি শাওয়ার্মা মেয়োনিজ, তাজা লেটুস পাতা এবং টক-মিষ্টি স্বাদের আচারযুক্ত মেডিটেরানিয়ান সবজি।

মাত্র ১৬৯ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে এই এই নতুন ক্রিস্পি শাওয়ার্মা WRAP। কেএফসি-র এই নতুন শাওয়ার্মা ভারতের ১৩০০-এর বেশি কেএফসি রেস্তোরাঁয় ডাইন-ইন ও টেক-অ্যাওয়ের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া গ্রাহকরা সরাসরি কেএফসি অ্যাপ, ওয়েবসাইট (HTTPS://ONLINE.KFC.CO.IN/) অথবা নামী ফুড ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমেও অর্ডার করতে পারবেন। তাহলে আর দেরি কেন? এখনই আপনার নিকটস্থ কেএফসি-তে গিয়ে নতুন এই ক্রিস্পি শাওয়ার্মার স্বাদ নিন!

এলপিজি সরবরাহ ঠিক রাখতে দেশজুড়ে সরকারি অভিযান

মালদা: এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি রুখতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দিতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এলপিজি মজুদ ও অবৈধ পাচার বন্ধে দেশজুড়ে ব্যাপক নজরদারি চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া এবং বিতরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

১১ এপ্রিল এক দিনেই দেশজুড়ে ২,৭০০-এর বেশি পরিদর্শন ও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল গার্হস্থ্য এলপিজি-র অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করা। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে নজরদারি আরও জোরদার করেছে। নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে এ পর্যন্ত ২১৯টি ডিস্ট্রিবিউটরশিপের ওপর জরিমানা করা হয়েছে এবং ৫৬টি ডিস্ট্রিবিউটরশিপের কাজ সাময়িকভাবে রদ করা হয়েছে। কড়াকড়ির পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখতে ঐ একই দিনে সারা দেশে ৫২.৩ লক্ষেরও বেশি সিলিন্ডার গ্রাহকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, সরকার এলপিজি-র সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। গত আট দিনে প্রায় ৩,৩০০টি সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও স্বল্প আয়ের মানুষের সুবিধার্থে ৫ কেজি ওজনের 'ফ্রি ট্রেড এলপিজি' সিলিন্ডারের প্রচার চালানো হচ্ছে। এই প্রচারের ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ৩৫,৮০০-এরও বেশি ছোট সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। সরকারের এই 'জিরো টলারেন্স' নীতি প্রমাণ করে যে, অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানি সম্পদের সুষম বণ্টন এবং গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রশাসন অত্যন্ত সজাগ হয়ে রয়েছে।

১৫ টি নতুন শহরে শাওমি নিয়ে এলো তার প্রিমিয়াম সার্ভিস সেন্টার

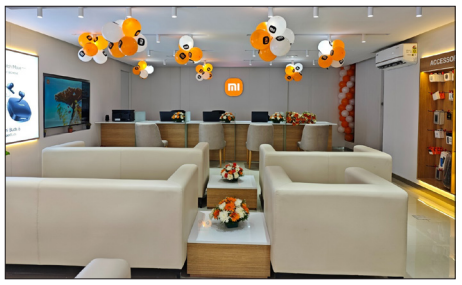

কলকাতা: গ্রাহক পরিষেবা ও অভিজ্ঞতার মান বাড়াতে এক বড় পদক্ষেপ নিল গ্লোবাল টেকনোলজি লিডার শাওমি। দেশের ১৫টি নতুন শহরে তাদের 'প্রিমিয়াম সার্ভিস সেন্টার' নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেছে সংস্থাটি। যার মধ্যে থাকছে কলকাতা। ২০২৬ সালের মধ্যে দেশজুড়ে ১০০টি এই ধরনের উন্নত সার্ভিস সেন্টার গড়ার লক্ষ নিয়েছে তারা।

এই নতুন প্রজন্মের সার্ভিস সেন্টারগুলো কেবল মেরামত কেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ 'এক্সপিরিয়েন্স হাব' হিসেবে কাজ করবে। এখানে গ্রাহকরা খুব তাড়াতাড়ি (প্রায় ৯৫% ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে) ডিভাইস মেরামত, বিশেষজ্ঞ কারিগরি পরামর্শ এবং শাওমির বিভিন্ন প্রোডাক্ট সরাসরি ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এই কেন্দ্রগুলিতে সম্পূর্ণ পেপারলেস অপারেশন চলবে।

শাওমি ইন্ডিয়ার সিওও সুধিন মাথুর জানান, গ্রাহকরা এখন দীর্ঘ সময় ধরে স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন, তাই নির্ভরযোগ্য আফটার-সেলস সার্ভিস খুবই দরকার। এই লক্ষ্যেই নিয়ে আসা হয়েছে বিশেষ কিছু সুবিধা। শাওমি ডে হবে প্রতি বুধবার, যেখানে আউট-অফ-ওয়ারেন্টি ডিভাইসে ফ্রি সার্ভিস চার্জ, হেলথ চেক-আপ এবং সফটওয়্যার আপডেট করা হবে। প্রতিরক্ষা কর্মী এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সার্ভিস চার্জে আজীবন ছাড় থাকবে। মহিলা গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ ৩০ দিনের সার্ভিস ডিসকাউন্ট। নির্বাচিত খুচরো যন্ত্রাংশে ৫০% পর্যন্ত ছাড় এবং কমপ্লিমেন্টারি স্ক্রিন প্রোটেক্টরও পাওয়া যাবে। ডিভাইস মেরামতে ২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগলে গ্রাহকদের 'স্ট্যান্ডবাই হ্যান্ডসেট' দেওয়া হবে। বর্তমানে কলকাতা ছাড়াও কোয়েম্বাটোর, ভুবনেশ্বর, পাটনা, লখনউ এবং বেঙ্গালুরুর মতো ২৫টি শহরে এই প্রিমিয়াম পরিষেবা চালু রয়েছে।

সামারিয়া ক্রিয়েশন-এর হাত ধরে যাত্রা শুরু 'অমোরা মিউজিক'-এর

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কনটেন্ট প্রোডাকশন হাউস সামারিয়া ক্রিয়েশন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের গ্র্যান্ড এন্ট্রি ঘোষণা করল। কিংবদন্তি গীতিকার এবং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী সমীর আনজান-কে ফাউন্ডিং পার্টনার হিসেবে নিয়ে তারা লঞ্চ করেছে নতুন মিউজিক লেবেল 'অমোরা মিউজিক' (AUMORA MUSIC)। মুম্বইয়ের 'দ্য ক্লাব'-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সামারিয়া ক্রিয়েশন-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোজ আগরওয়াল এবং চেয়ারম্যান সুনীল গোয়েঙ্কা এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন।

অমোরা মিউজিক মূলত শিল্পী-কেন্দ্রিক একটি প্ল্যাটফর্ম, যা গতানুগতিক অ্যালগরিদম-নির্ভর মিউজিকের বাইরে গিয়ে সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেবে। ইতিমধ্যেই স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক এবং ইউটিউব মিউজিক-সহ ১৫০টিরও বেশি প্ল্যাটফর্মে ১৯টি ট্র্যাক লাইভ হয়েছে। এই লেবেলের ঝুলিতে রয়েছে বলিউড, ভক্তিগীতি, লোকসংগীত এবং RAP মিলিয়ে ১৫০টিরও বেশি অরিজিনাল কম্পোজিশন।

সমীর আনজান বলেন, "আমি ৪,০০০-এর বেশি গান লিখেছি। আউমোরা মিউজিক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী মিউজিক তৈরির জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠবে বলে আশা।" এই মিউজিক লেবেলের নেপথ্যে রয়েছেন ডাক্তার থেকে সঙ্গীত পরিচালক হওয়া নীল গান্ধী এবং কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কম্পোজার নীরজ বিশ্বকর্মা।

এই লেবেলের প্রথম বড় চমক হলো তরুণ গীতিকার অজয় (JAEX-ELLEJAY)। একজন জোম্যাটো ডেলিভারি রাইডার থেকে অমোরা মিউজিকের মূল শিল্পী হয়ে ওঠার এই যাত্রা লেবেলটির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে। ২০৩২ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত রোডম্যাপে ৫০০-র বেশি গান এবং দেশ-বিদেশে লাইভ কনসার্টের পরিকল্পনা রয়েছে অমোরা মিউজিকের।

'গোল্ড রেট প্রোটেকশন' চালু করতে একসঙ্গে ইন্সটামার্ট ও কল্যাণ জুয়েলার্স

কলকাতা: কুইক কমার্স কোম্পানি ইনস্টামার্ট ২০২৬ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার আগেই 'গোল্ড রেট প্রোটেকশন' চালু করতে কল্যাণ জুয়েলার্স-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। এই সহযোগিতার ফলে গ্রাহকরা আজকের সোনার দর নিশ্চিত করার বা 'লক' করে রাখার সুযোগ পাবেন, যা উৎসবের মরসুমে তাঁদের জন্য সর্বনিম্ন সম্ভাব্য দরে সোনা কেনার সুবিধা দেবে।

২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত, ব্যবহারকারীরা ইনস্টামার্ট অ্যাপের মাধ্যমে বিএইএস-হলমার্কযুক্ত ২৪ ক্যারেট সোনার মুদ্রা (কয়েন) অগ্রিম বুক করতে পারবেন। এর জন্য তাঁদের মোট মূল্যের ৫% অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করতে হবে (০.৫ গ্রামের একটি মুদ্রার ক্ষেত্রে এই অগ্রিম অর্থের পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে শুরু হয়)। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (১৯ এপ্রিল), গ্রাহকদের অবশ্যই সকাল ৮:০০টা থেকে দুপুর ১২:০০টার (IST) মধ্যে তাঁদের কেনাকাটা শেষ করতে হবে।

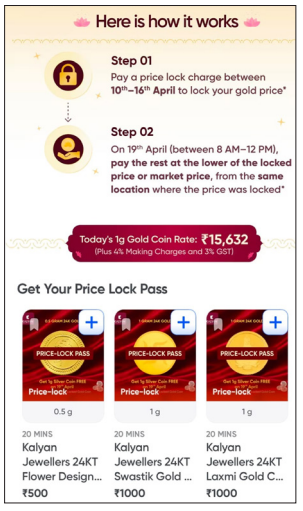

এই ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো মূল্যের নিশ্চয়তা বা 'প্রাইস গ্যারান্টি'। অগ্রিম বুকিংয়ের দিনের নির্ধারিত মূল্য হোক, কিংবা পণ্য সরবরাহের দিনের প্রচলিত বাজার দর, গ্রাহকদের এই দুটি দামের মধ্যে যেটি কম, সেটিই পরিশোধ করতে হবে। এর পাশাপাশি, অগ্রিম বুকিং করা সকল গ্রাহক একটি করে রূপার মুদ্রা উপহার হিসেবে পাবেন।

অর্জুন চৌধুরীর মতে, ইনস্টামার্ট এখন আর শুধু নিত্যপণ্য দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম নয়। অক্ষয় তৃতীয়ার মতো উৎসবে সোনার দাম লক করার সুবিধা দিয়ে তারা ঐতিহ্য ও উৎসবের সঙ্গী হচ্ছে। এটি গ্রাহকদের আর্থিক সাশ্রয় দেয় ও মানসিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত করে। যা সাধারণ ডেলিভারিকে একটি 'অর্থবহ' ও মূল্যবান করে তোলে। কল্যাণ জুয়েলার্স-এর রমেশ কল্যাণরমন উল্লেখ করেন যে, তাঁদের শোরুমগুলোতে 'প্রাইস প্রোটেকশন' ব্যবস্থাটি অনেকদিন ধরেই রয়েছে, তবে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কোনও কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্মে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। গত বছর অক্ষয় তৃতীয়ার সময়, ইনস্টামার্ট-এ সোনা ও রুপার বিক্রিতে ৫০০ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। মূল্যের ওঠানামার ঝুঁকি কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, এই অংশীদারিত্ব ইনস্টামার্ট-কে উচ্চমূল্যের ও বিশেষ উপলক্ষ-কেন্দ্রিক কেনাকাটার জন্য একটি বিশ্বস্ত গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলছে।

টাটা মোটরস নিয়ে এলো প্রথম ব্যাচের ইলেকট্রিক 'প্রাইমা E.55S'

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক সংস্থা টাটা মোটরস আজ বিলিয়ন-ই মোবিলিটিকে তাদের প্রথম ব্যাচের ইলেকট্রিক 'প্রাইমা E.55S' প্রাইম মুভার সরবরাহ শুরু করল। সেই সঙ্গে সংস্থাটি আরও ২৫০টি অতিরিক্ত ইলেকট্রিক প্রাইম মুভারের নতুন অর্ডার পেয়েছে বলে জানিয়েছে। এই পদক্ষেপটি ভারী পণ্য পরিবহণে কার্বন নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে এক বড় মাইলফলক। এই ট্রাকগুলি পর্যায়ক্রমে গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, দিল্লি এনসিআর এবং হরিয়ানার মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য করিডোরগুলোতে ইস্পাত, সিমেন্ট এবং অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত হবে।

টাটা মোটরসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও গিরিশ ওয়াঘ এবং বিলিয়ন-ই মোবিলিটির প্রতিষ্ঠাতা কার্তিকেয় হরিয়ানির উপস্থিতিতে এই ট্রাকগুলি হস্তান্তর করা হয়। কার্তিকেয় হরিয়ানি জানান, তাঁদের লক্ষ্য আগামী ৬ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে ১,৫০০টি ভারী ইলেকট্রিক ট্রাকের বহর তৈরি করা। টাটা প্রাইমা E.55S-এ রয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ ৪৫০ কিলোওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি প্যাক, যা এক চার্জে ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে সক্ষম।

টাটা মোটরসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজেশ কৌল জানান, এই ট্রাকে উন্নত ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডুয়াল চার্জিং পোর্ট এবং ড্রাইভার মনিটরিং সিস্টেমের মতো আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে। এটি দীর্ঘ পথে পণ্য পরিবহণের খরচ কমাবে এবং পরিচালন দক্ষতা বাড়াবে। I-MOEV আর্কিটেকচারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ট্রাকটিতে অটো শিফট ট্রান্সমিশন এবং এডিএএস ADAS-এর মতো উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও রয়েছে। বিলিয়ন-ই মোবিলিটি ২০২৪ সাল থেকে ই-মোবিলিটি ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং ইতিমধ্যেই তাদের নেটওয়ার্কে ১২৫টির বেশি ই-ট্রাক সফলভাবে পরিচালনা করছে।

পরিযায়ীদের সুবিধার্থে সরবরাহ বাড়লো ৫ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের

শিলিগুড়ি: কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় (MOPNG) দেশজুড়ে ৫ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি (FTL) সিলিন্ডারের সরবরাহ বাড়িয়েছে। ৭ এপ্রিল থেকে আগের সরবরাহ-সীমা তুলে দিয়ে দৈনিক বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়— চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে। এখন আধার বা প্যান-এর মতো সাধারণ পরিচয়পত্র এবং স্বঘোষণার মাধ্যমে সিলিন্ডার পাওয়া যাবে, স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

মার্চ ২৩ থেকে এপ্রিল ৯-এর মধ্যে সারা দেশে ৮.৯ লক্ষের বেশি ৫ কেজির সিলিন্ডার বিতরণ হয়েছে; ৭ এপ্রিল সর্বোচ্চ বিক্রি হয় ১.১ লক্ষেরও বেশি। এছাড়া নিরাপদ ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে ১,৬০০-র বেশি সচেতনতা শিবির করা হয়েছে।

ত্বকের যত্নে ঘরোয়া উপাদান

বর্তমান কর্ম ব্যস্ততায় দীর্ঘসময় যাবৎ কম্পিউটারের সামনে থাকা, অনিয়ন্ত্রিত স্ক্রিন টাইমিং, অনিয়মিত ঘুম এবং দূষণের কারণেও ত্বকের নানা সমস্যা বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে কালো দাগ, চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল, ব্রণ এবং ত্বকের নিস্তেজ ভাব এখন খুবই সাধারণ সমস্যা। অনেকেই সমস্যা এড়াতে দামি প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে সব পণ্য সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয়। বরং অনেক সময় রাসায়নিকযুক্ত প্রসাধনী ত্বকে অ্যালার্জি বা জ্বালার কারণ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক ও ঘরোয়া উপাদানই হতে পারে ত্বকের যত্নের সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। সহজলভ্য কিছু উপকরণ দিয়ে বাড়িতে বসেই পাওয়া যেতে পারে স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল ত্বক।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মুলতানি মাটি

তৈলাক্ত ও ব্রণপ্রবণ ত্বকের জন্য মুলতানি মাটি অত্যন্ত উপকারী। দুই চা চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে পরিমাণমতো গোলাপ জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে রাখুন। শুকিয়ে গেলে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে নিন। এটি অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব দূর করে, ত্বক পরিষ্কার রাখে এবং ব্রণ কমাতে সাহায্য করে।

ডার্ক সার্কেল দূর করতে গ্রিন টি

চোখের নিচে কালো দাগ ও ফোলাভাব কমাতে গ্রিন টি কার্যকর ভূমিকা রাখে। ব্যবহৃত গ্রিন টি ব্যাগ ফ্রিজে ঠান্ডা করে ১০ মিনিট চোখের উপর রাখলে ক্লান্তি কমে এবং চোখ সতেজ দেখায়।

কালো দাগের জন্য আলুর রস

আলুর রসে প্রাকৃতিক ব্লিচিং উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের কালো দাগ ও রঞ্জকতা কমাতে সাহায্য করে। আলুর রস তুলোর সাহায্যে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট পরে ধুয়ে ফেললে উপকার পাওয়া যায়।

শুষ্ক ত্বকের জন্য মধু ও অ্যালোভেরা

শুষ্ক ও নিস্তেজ ত্বকের জন্য মধু ও অ্যালোভেরা একটি আদর্শ সমাধান। এক চা চামচ মধু ও অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেললে ত্বক নরম ও মসৃণ হয়।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য নারকেল তেল ও হলুদ

এক চিমটি হলুদের সঙ্গে অল্প নারকেল তেল মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে ম্যাসাজ করলে ত্বক পুষ্টি পায়, দাগ কমে এবং স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে।

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট পেতে বানিয়ে ফেলুন ‘ছোলা-পনির রোল’

দিনের শুরুটা যদি হয় পুষ্টিকর খাবার দিয়ে, তবে নিছকই এটি ভালো অভ্যাস নয়; বরং সুস্থ জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত প্রাতঃরাশ হাড়কে মজবুত করে তোলে। চুল ও ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এবং শরীরের দ্রুত পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। পাশাপাশি, এটি পেশি ক্ষয় রোধ করে। এছাড়াও, সকাল সকাল উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে। তাই প্রতিদিনের একঘেয়ে খাবারের বদলে পুষ্টিকর কিছু খেতে চাইলে ‘ছোলা-পনির রোল’ হতে পারে আদর্শ চয়েজ।

উপকরণ

পরিমাণ মতো সেদ্ধ চাল
পরিমাণ মতো পনির
পরিমাণ মতো ছোলা
আদা বাটা ১ চা চামচ
রসুন বাটা ১ চা চামচ
হলুদগুঁড়ো
জিরাগুঁড়ো
চালের গুঁড়ো
কাঁচা লঙ্কা
স্বাদমতো নুন

প্রণালী

প্রথমে ছোলা সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ ছোলায় আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদগুঁড়ো, জিরাগুঁড়ো ও নুন যোগ করে ভালো করে মেখে ফেলুন। এবার মিশ্রণটি বাঁধতে অল্প চালের গুঁড়ো ব্যবহার করুন। এরপর ছোট ছোট টিক্কির আকারে গড়ে নিন।

একটি প্যানে তেল গরম করুন। তেল গরম হয়ে এলে অল্প আঁচে টিক্কিগুলো ভাজুন। দু’পাশে সোনালি রং ধরে গেলে এবং মুচমুচে হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এবার অন্য একটি প্যানে অল্প তেল যোগ করে পনির স্লাইস ছড়িয়ে একটি পুরু স্তর তৈরি করুন। ২-৩ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না নিচের অংশ হালকা মুচমুচে হয়। এরপর আঁচ বন্ধ করে এর ওপর সবুজ চাটনি ছড়িয়ে দিন। এর উপরে প্রস্তুত চানা টিক্কি রাখুন। সঙ্গে টমেটো, পেঁয়াজ কিংবা পছন্দসই সবজি ও পনিরের টুকরো যোগ করুন। শেষে সাবধানে ভাঁজ করে মোড়কের আকারে পরিবেশন করুন।

এই পদ শুধু স্বাদে নয়, পুষ্টিতেও ভরপুর। ছোলা ও পনির থেকে প্রাপ্ত উচ্চ প্রোটিন দীর্ঘক্ষণ শক্তি জোগায় এবং পেট ভর্তি রাখে। পাশাপাশি এতে রয়েছে ফাইবার, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। এর প্রস্তুত প্রণালী সহজ। রান্নায় সময়ও লাগে কম। ফলে আপনার ব্যস্তজীবনের একটি পুষ্টিকর খাবার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এই সুস্বাদু পদ।

নারীদের অন্তরঙ্গ সুস্থতায় দৈনন্দিন আচারের গুরুত্ব

আধুনিক যুগে নারীদের সুস্থতা নিয়ে আলোচনায় হরমোনের ভারসাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে বহু আগে থেকেই আয়ুর্বেদের মতো প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি নারীর সামগ্রিক সুস্থতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এই শাস্ত্রে অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যকে কখনোই আলাদা করে দেখা হয় না; বরং এটি শরীর, মন, খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি সমন্বিত অংশ হিসেবে বিবেচিত।

আয়ুর্বেদ মতে, সুস্থতা বজায় রাখতে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাস যেমন পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, ভেষজ ব্যবহার শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারীর প্রজনন ব্যবস্থা শরীরের ‘শুক্র ধাতু’-র সঙ্গে সম্পর্কিত, যা জীবনীশক্তি, উর্বরতা ও পুনর্জন্মের মূল উৎস।

প্রজনন স্বাস্থ্যে ভারসাম্যের গুরুত্ব

আয়ুর্বেদে বলা হয়, শরীরের তিনটি প্রধান দোষ বাত, পিত্ত ও কফের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলে শরীর সুস্থভাবে কাজ করে। বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে বাত ও পিত্ত দোষের সামঞ্জস্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভারসাম্য বজায় থাকলে মাসিক চক্র নিয়মিত থাকে এবং প্রজনন ক্ষমতা উন্নত হয়।

তবে শারীরিক দিকের পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন নারীর স্বাস্থ্য তার শরীর, মন, আবেগ ও আত্মার সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। একটি শান্ত ও সহায়ক মানসিক পরিবেশ প্রজনন স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

দৈনন্দিন আচার ও অন্তরঙ্গ পরিচর্যা

আয়ুর্বেদে দৈনন্দিনতায় কিছু সহজ অভ্যাসের উল্লেখ রয়েছে। এগুলি অন্তরঙ্গ সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হল ভেষজ উপাদানের ব্যবহার। নিম ও ত্রিফলার মতো প্রাকৃতিক উপাদান দীর্ঘদিন ধরে তাদের জীবাণুনাশক ও পরিশোধন ক্ষমতার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস হল ‘অভ্যঙ্গ’ বা উষ্ণ তেল দিয়ে ম্যাসাজ। এই পদ্ধতিতে শরীরে তেল মালিশ করলে স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়, রক্তসঞ্চালন বাড়ে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিশেষ করে তলপেট, কোমর ও নিতম্বে তেল মালিশ করলে শরীরের ক্লান্তি কমে এবং আরাম অনুভূত হয়।

পুষ্টি, মানসিক ভারসাম্য ও মাতৃত্ব

আয়ুর্বেদে নারীর স্বাস্থ্যকে মাতৃত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করা হয়েছে। ‘গর্ভ সংস্কার’ ধারণা অনুযায়ী, মায়ের খাদ্যাভ্যাস, মানসিক অবস্থা ও পরিবেশ গর্ভস্থ শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি শান্ত, ইতিবাচক পরিবেশ শিশুর সুস্থ বৃদ্ধির ভিত্তি গড়ে তোলে। এছাড়া নিয়মিত যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম ও ধ্যানের মতো অভ্যাস মানসিক চাপ কমায় এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। হালকা ব্যায়াম ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল রক্তসঞ্চালন উন্নত করে এবং শরীরকে স্বাভাবিক ছন্দে রাখতে সাহায্য করে।

আয়ুর্বেদ নারীর অন্তরঙ্গ সুস্থতায় প্রাকৃতিকভাবে কার্যকরী। নিয়মিত জীবনযাপন, মানসিক শান্তি ও প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার এই তিনের সমন্বয়েই দীর্ঘস্থায়ী সুস্থতা অর্জন সম্ভব।

হালখাতা থেকে এক্সেল শীট: কতটা বদলেছে বাঙালির নববর্ষ?

মৌপর্ণা পাল

বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’-র সেই অপুর মতো আমাদেরও তো একটা ছোটবেলা ছিল। যে শৈশবে পয়লা বৈশাখ মানে ছিল রোদে পুড়ে মেলা থেকে কেনা বাঁশি আর মাটির ঘোড়া। আজ সেই মেঠো পথের ধুলো আমাদের গায়ে লাগে না, আমরা বরং স্মার্টফোনের স্ক্রিনে ‘ডিজিটাল বৈশাখ’ খুঁজি। ডিজিটাল যুগের ধুলোয় আজ ধূসর হয়েছে সেই লাল খেরোর খাতা, যা একসময় ছিল বাঙালির নববর্ষের স্পন্দন আর আভিজাত্যের প্রতীক।

সেকালে বৈশাখের আনন্দ পয়লা তারিখে শুরু হতো না, বরং তার প্রস্তুতি শুরু হতো নীল পুজো আর চড়কের উপোস থেকে। এখন মানুষ দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে, কিন্তু সেকালে সূর্য ওঠার আগেই পাড়ায় পাড়ায় বেরোত প্রভাতফেরি। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি আর শাড়ি পরে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া। আর সন্ধ্যায় পাড়ার প্যান্ডেলে ছোটদের নাচ, গান, আবৃত্তি। সেই মাইকের আওয়াজ আর “এসো হে বৈশাখ” গানের সুরেই পাড়াটা যেন উৎসবের সাজে সেজে উঠত।

তখন সকালে স্নান সেরে লুচি, সাদা আলুর তরকারি খাওয়ার মধ্যে ছিল এক চরম তৃপ্তি। মা আলমারি থেকে বের করে দিতেন নতুন কড়কড়ে পাতলা সুতির জামা।

দোকানে ঢুকলেই দোকানদার কপালে পরিয়ে দিতেন চন্দনের টিকা আর হাতে গোলাপ জলের ছিটে। সেই সুবাস আর নতুন জামার গন্ধ—এই দুইয়ে মিলে তৈরি হতো পয়লা বৈশাখের পারফিউম। হালখাতার সেই জাদুকরী প্যাকেটের কথা কি ভোলা যায়? তাতে রাজত্ব করত লাড্ডু, চমচম, মুচমুচে কচুরি আর গজা। স্বাদ পাল্টেছে, তবে সেই সারল্য হারিয়ে গিয়েছে। দোকান থেকে পাওয়া নতুন বছরের ক্যালেন্ডার, ছোট্ট একটা ব্যাগ কিংবা স্টিলের বাটি, এই সাধারণ উপহারগুলোই ছিল ভীষণ দামী।

পাড়ায় পাড়ায় বসত ছোট ছোট মেলা। সেখান থেকে কেনা হাতপাখা, মাটির ঘোড়া আর সেই অদ্ভুত দর্শনের ছোট ছোট কাঠের পুতুল যেগুলোর হাত-পা নাড়ালেই এক নির্মল আনন্দ হতো। এখনকার দামী গ্যাজেট সেই অনাবিল হাসি ফিরিয়ে দিতে পারে না।

আগে উৎসব মানে ছিল মানুষের কোলাহল। আজ উৎসব মানে জোমাটো-র ডেলিভারি বয়ের জন্য অপেক্ষা। আমরা এখন কেউ আর বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়ি না, বরং হোয়াটস অ্যাপ ভিডিও কল-এ এক মুহূর্তের জন্য মুখ দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করি। আগে মানুষের মধ্যে আলাদা আন্তরিকতা ছিল; আজ সেই পরশ হারিয়ে গিয়েছে ডিজিটাল ইমোজির আড়ালে। মানুষ কাছে আছে, কিন্তু ছোঁয়াটা নেই।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, হালখাতার জায়গা নিয়েছে এক্সেল শীট কিন্তু পয়লা বৈশাখের সেই ‘প্রাণের টান’ কেড়ে নিয়েছে। এসি-র ঠান্ডা ঘরে বসে প্যাকেটে আসা খাবারে পেট ভরে ঠিকই, কিন্তু সেই ছোটবেলার বৈশাখী সকালের মতো মন ভরে না। হারিয়ে যাওয়া সেই লাল খাতা আর চন্দনের গন্ধ আজও আমাদের মনের মণিকোঠায় অমলিন।

শুভ নববর্ষ
নতুন ছন্দে, নতুন আশায়- জীবন হোক সুখের ভাষায়

অমিতা সরকার

নববর্ষ বাঙালির জীবনে শুধু উৎসব নয়, এটি এক গভীর অনুভূতি - যেখানে পুরনো কে বিদায় জানিয়ে নতুনকে বরণ করা হয় ভালোবাসা আর আশায়। এই দিনটি যেন জীবনের নতুন খাতা খুলে দেওয়ার দিন, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের মতো করে লিখতে চায় নতুন গল্প।

“নতুন রোদে ভাসুক প্রাণ,
মুছে যাক সব পুরনো টান।”

সকালের শুরুতেই চারপাশে এক অন্যরকম আবহ তৈরি হয়। লাল - সাদা পোশাকে সেজে ওঠে মানুষ, মুখে হাসি আর মনে আনন্দ। গানের সুরে ভেসে আসে - “এসো হে বৈশাখ, এসো এসো,” আর সেই সুর যেন মনকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।

“রঙে রঙে ভরে ওঠে পথ,
স্বপ্ন দেখে নতুন রথ।”

এই দিনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল হালখাতা। ব্যবসায়ীরা এই দিনে নতুন হিসাবের খাতা খুলে পুরনো দেনা- পাওনা মিটিয়ে নতুনভাবে শুরু করেন। লাল কাপড়ে মোড়া খাতা, তার উপরে ফুল, ধূপকাঠি -সব মিলিয়ে এক পবিত্র পরিবেশ তৈরি হয়।

“লাল খাতায় নতুন লেখা,
ভালোবাসায় গাঁথা দেখা।”

দোকানদাররা হাসিমুখে গ্রাহকদের আমন্ত্রণ জানান- “এসো, নতুন করে শুরু হোক।” এই আমন্ত্রণে থাকে আন্তরিকতা, থাকে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার ইচ্ছা। মিষ্টি আর ঠান্ডা পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়, যা এই রীতিকে আরো মধুর করে তোলে। হালখাতা শুধু হিসাবের বিষয় নয়, এটি বিশ্বাস, সম্পর্ক আর নতুন করে পথ চলার প্রতীক। পুরনো ভুল - ত্রুটি ভুলে গিয়ে নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার এক সুন্দর সুযোগ এনে দেয় এই দিন।

“পুরনো ভুল সব যাক মুছে,
নতুন আলো থাকুক পিছে পিছে।”

আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেক কিছু বদলে গেলেও নববর্ষ তার নিজের ঐতিহ্য এবং আবেগ একই রকম ধরে রেখেছে। ছোটবেলার স্মৃতি, নতুন জামা, দোকানে যাওয়া আর মিষ্টি খাওয়ার আনন্দ - সবকিছু মিলিয়ে এই দিনটি বিশেষ হয়ে ওঠে।

“স্মৃতির পাতায় রয়ে যায়
বৈশাখ এলেই মন গায়।”

সবশেষে বলা যায়, নববর্ষ আমাদের শেখায় নতুন করে শুরু করতে, নতুন স্বপ্ন দেখতে এবং জীবনকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে।

“নতুন বছর, নতুন গান,
ভরে উঠুক জীবনের প্রাণ।”

নববর্ষের আহ্বান

নন্দিকা ধর

নতুন রোদের নরম ছোঁয়ায়
খুলুক দিনের দ্বার,
পুরনো দুঃখ ঝরুক ধীরে,
হোক সুখের আহ্বান বারবার।
বসন্ত হাওয়ায় ভেসে আসুক
আশার মিষ্টি গান,
প্রতিটি ক্ষণে জেগে উঠুক
ভালোবাসার টান।

শুকনো পাতার স্মৃতি মুছে
সবুজ হোক পথ,
নতুন স্বপ্নে রাঙাও মন,
দূরে যাক সব ক্ষত।
আলোয় ভরা প্রতিটি সকাল,
হাসিতে ভরা রাত,
মনখারাপের মেঘ সরিয়ে উঠুক
রঙিন প্রভাত।

নতুন খাতায় লিখি আজ
জীবনের প্রথম গান,
ভালোবাসার রঙে রাঙুক
প্রতিটি অবিচল প্রাণ।
সময়ের স্রোতে ভেসেও থাকুক
স্বপ্ন অটুট,
নববর্ষে থাকুক সুখ চিরকাল অম্লান।

পহেলা বৈশাখ বলুক এসে—
“শুরু হোক আবার,”
জীবন যেন ছন্দে বাঁধা,
মধুরতার উৎসার।
শুভেচ্ছা রইল অন্তর থেকে,
থাকুক পাশে সুখ,
নতুন বছরে ভরে উঠুক হৃদয়
ভালোবেসে মুখ।

বৈশাখী

অঙ্কিতা চন্দ

চৈত্রের এই শেষ বেলাতে
মন আজ উচাটন...
বছর শেষের কাব্য নিয়ে
নতুনের আগমন।
বছর শেষের সুরগুলো সব,
ধুইয়ে দিয়ে তবে...
মিষ্টি আর হালখাতাতে,
বর্ষবরণ হবে।
বারো মাসের তেরো পার্বণে
উৎসব শুরু ফের...
এটুকু আশা, শুভ হোক সব
জোয়ার আসুক আনন্দের।

চড়ক গাঁথা

বাঙালিদের কাছে অন্যতম রোমাঞ্চকর একটি পার্বণ হলো চড়ক পুজো। চৈত্র সংক্রান্তির এই দিনে ভক্তদের মূল বিশ্বাস একটাই- শরীরের কষ্টেই মেলে মনের মুক্তি, এই সহজ দর্শনকে ঘিরেই আবর্তিত হয় চড়কের সব আচার।

পিঠে লোহার বড়শি বিঁধিয়ে চড়কগাছে ঘোরা, কিংবা আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা বা বাণফোঁড়া। সাধারণ চোখে এসব চরম যন্ত্রণা মনে হলেও, সন্ন্যাসীদের কাছে এটি মহাদেবের প্রতি নিবেদিত প্রেম। তারা বিশ্বাস করেন, নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে এই আত্মত্যাগ করলেই জাগতিক সব পাপ ধুয়ে মুছে যায় এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। যুগ বদলালেও গ্রাম-বাংলার মানুষের মনে ভক্তি আর কষ্টের এই অদ্ভুত মিলন আজও অমলিন।

কোচবিহারের রেলঘুমটি এলাকাতেও প্রতিবছর চড়ক পুজোর আয়োজন করা হয়। শিব পার্বতীর নাচের সঙ্গে থাকে বঁড়শি বিধিয়ে গাছের সঙ্গে ঘোরা। তা দেখতে ভিড় জমান শহরবাসী। এবছরও ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে এখানে চড়কের আয়োজন হয়। ***ছবি- অণুপ্রভা রায়***

পূবের বৈশাখ

সৌভিক দাস

শীতের আড়ষ্টতা কাটিয়ে চৈত্রের শেষে যখন কালবৈশাখীর হাত ধরে বৈশাখের আগমন ঘটে, তখন তা কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা বদল নয়, বরং নতুনের আবাহন আর অশুভ বিনাশের লগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখ পালিত হয় অনন্য আড়ম্বরে।

শুধু উত্তর-পূর্ব নয় ভারতের চতুর্দিকে এই দিনটির মাহাত্য রয়েছে। কেরালায় বিশু, তামিলনাড়ুতে পুথান্ডু, পাঞ্জাবে বৈশাখী উৎসব জাঁকজমক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল ভেদে এক রীতি, অনুষ্ঠান পালটে যায়। তবে একটু কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, সকল পার্বণগুলির মৌলিক বিষয়বস্তু কিন্তু একই। এই পার্বণগুলিই আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে আরও একবার শক্ত করে বেঁধে ধরে।

বাংলায় এই দিনটি সাবেকিয়ানার সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ঐতিহ্যবাহী খাবার আর ব্যবসায়ীদের ‘হালখাতা’র রীতি দিয়ে ভরা। তবে আজ বাংলা নয় অসমে পালিত ‘রঙালি বিহু’-র কথা শোনাব।

গত বছর এক বন্ধুর সঙ্গে অসমে মায়াবী সাতটা দিন কাটিয়েছি। তখন এই বিহু দেখার সৌভাগ্য হয়। প্রথম দিন ছিল ‘গোরু বিহু’, যেখানে কৃষিকাজে গোরুর অবদানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের স্নান করানো ও বিশেষ খাবার খাওয়ানো হয়। দ্বিতীয় দিন ‘মানুহ বিহু’ বা অসমীয়া নববর্ষ; এদিন নতুন পোশাক পরে বড়দের আশীর্বাদ নেওয়ার ও ‘গামছা’ উপহার দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে।

তৃতীয় দিন ‘গোসাইন বিহু’তে মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম। চতুর্থ দিন দেখেছিলাম ‘কুটুম বিহু’তে বন্ধুটি কীভাবে আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভুরিভোজের ব্যবস্থা করেছিল। পঞ্চম দিন ‘স্নেহী বিহু’ তারুণ্যের প্রেমের জন্য বরাদ্দ। ষষ্ঠ দিন ‘মেলা বিহু’ উৎসবের মূল আকর্ষণ, সেদিন ঢোল ও পেঁপার বাজনার সঙ্গে বিহু নাচের আসর আমায় কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সপ্তম দিন ‘চেরা বিহু’র মাধ্যমে আগামীর সংকল্প নিতে দেখেছিলাম অসমবাসীকে।

আজকের অস্থির সময়ে হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে বৈশাখের এই আনন্দধারা মানুষের মধ্যে ভালোবাসা নিয়ে আসুক। আজকের দিনে যেখান সকল মানুষ ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হিংসা এসবে ভেসে যাচ্ছে, সেখানে এই ধরনের উৎসব গুলোই মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, একতা আরও মজবুত করে। এভাবেই এই সকল উৎসবগুলো আরও ধুমধাম করে পালিত হোক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96